

কবিতা-শতক



ব্রাহ্মণবাড়িয়া—উপাসনা সমাজের

সেক্রেটারী—

শ্রীরামকানাই দত্ত প্রণীত।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া—হিতৈষিণী-যন্ত্রে,

শ্রীসামুচরণ চন্দ কৰ্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১ বাং ৫ই ভাদ্র।





সূচী পত্র ।

বিষয়	পত্রাঙ্ক ।	বিষয়	পত্রাঙ্ক ।
অঞ্জলি ...	১	কর্ম ও ধর্ম ..	৮৬
অনুকরণ ...	৩১	কীৰ্ত্তি ...	৯২
অনুতাপ ...	১০৩	কিবা হবে কাল ...	৯২
অমৃতে মধুর	৮৪	কেনরে নিদ্রায় ...	৯৩
অমৃতে গরল	৮৫	খৃষ্ট ...	৩৭
আধারে ভারত	৫	গ্রীক ...	৩০
আবেগ ...	২৭	জাপান
আরোগ্য ...	৮৮	জাপান যুবক
আর্য্য ...	৭৮	জাপান মহিলা
আশালতা ...	৯৫	জাপান জননী ...	১২
আধ্যাত্মিক রাজ্য	১১১	জাপান সম্রাট ...	১৩
ইংলণ্ড ...	৫০	জাপান জনক ...	১৪
ইন্দ্রিয় দমন ...	৭৬	জাপানের জাতীয় উৎসব	১৫
উপাসনা ...	৯১	জননী জঠর ...	৮২
ঋষিবাক্য ..	৬৩	জন্মাণ
এইত শ্মশানে করিব গমন	১০০	জন্মস্থান গীত
একে তিন তিনে এক...	৫৪	তবে কেন মায়া
কর কি ? ...	২১	তোষামোদ ...	৮৫
কিছুনা ...	২৩	ভূগোঁষণ ...	৩৭
কি হলো ?...	১৮	ভূ'দিকে আশ্রন ...	৮০
কোরিয়া ...	২৭	পত্নী সেই জন ...	৭০
হার তরে ...	৩৪	ধর্ম ...	৫২
হার্য্য ...	৫৮	নারী ...	৫৫
ফিরি কল্পনা	৬৪	নিবেদন ...	১৯



পাপাণ্ড শৌচ	...	৮৭	ভিক্ষু	...	৬৭
পূর্ব ও পশ্চিম	...	৫৪	মানব	...	১০
প্রকৃতি পুরুষ	...	৯৭	মহা প্রতিজ্ঞা	...	৬৫
পরমাত্মা তিনি	...	১০১	মরিয়াছি বহুদিন	...	১৭
পারিনা	...	৮২	মার্কিন	...	২৮
পূর্ণ মানব	...	১১৬	মহাবানী	...	৪২
পরম মঙ্গল	...	৬২	যুদ্ধ	...	৬
প্রেমানন্দ	...	৫৯	রাজা	...	৫৩
প্রীতি উপহার	...	৬৬	রবেকত	...	২৬
বেদনা	...	২	রুশের রোদন	...	১০২
বিলাপ	...	৩	শাস্ত্র	...	৮৮
বিবেক	...	১৬	শ্রীরামমোহন	...	৫০
বাগ্মী	...	৩৩	শৈশবের খেলা	...	২৯
বর্ণ স্বামী	...	৩৩	সন্তান	...	৮
বুদ্ধ	...	৩৬	সমাজ	...	৯
বঙ্গ জননী	...	৫৬	স্বদেশ হিতৈষী	...	১৬
বৌদ্ধ নিদেখী	...	৬৮	সুখ	...	২৪
বড় লোক	...	৭৮	স্বাবলম্বন	...	৩২
বিপদ	...	৮১	সিরাজ	...	৩৮
বিষয় ও মঙ্গল	...	৮৭	স্মৃতি	...	৩৯
বুদ্ধ বচন	...	১০৫	সজ্জ	...	৫১
বিচিত্রতা	...	১০৩	স্বর্গ	...	৬৪
বিজ্ঞান হৃদয়	...	১০৬	সভ্যতা	...	৬
ভজন গীতি	...	৫৭	সংসার রূপের হাট	...	৩৫
ভারতের এই পরিণাম	৪		সেবক সেনার প্রতি	...	৪৩
ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি	৪৬		সেইত ভক্ত প্রধান	...	৮৬
ভারত সঙ্গীত	...	৪১			



কবিতা-শতক ।



অঞ্জলি

(মাতৃ-পদে)

মাগো ! পদধূলি করিয়া গ্রহণ,
পূজিতে বাসনা যুগল চরণ ।
পবিত্র অমল, চরণ কমল,
দেও মা— করিব অঞ্জলি অর্পণ
তুমি মা সাক্ষাৎ ধরিত্রী জননী,
দয়াদ্র-হৃদয়া দেবী পরাঙ্গনী,
তুমি জয়া শিবা হুংখাপহারিনী,
আরাধ্যা পাবনী দেও মা চরণ ।

তুমি ধৃতি ক্রমা, স্বাহা স্বদা জয়া,
শাস্তি পোষ্টী গৌরী বরদা বিজয়া,
উন্নতি সৌভাগ্য বর্দ্ধিত আমার,

তোমারি স্নেহেতে— দেও মা চরণ ॥

কলাপাতে লিখি আদর্শ অক্ষর,
দিয়েছিলে শিক্ষা, তুমি মা সুন্দর,
শিখায়ে ছিলে মা মুখে মুখে তুমি,

কবিতা লহর করিয়া বতন ।

“কবিতা শতক” তাহারি মা ফল,
রাখিব চরণে বাসনা প্রবল,
কর মা কর মা চরণেতে স্থান,

কহিছে তোমার আঁকুটে সন্তান ॥ (১)

বেদনা ।

শিথি নাই মরিতে,— ধরিতে প্রহরণ ।
কেমনে মরিব,— নাশিব বেদনা হায় !
বৃথা গর্ব, বৃথা অভিমান, বৃথা ধরি,
মানব শরীর,— মানবের নাম ! ছিল
নাকি যারা, অতিমূর্খ, অসভ্য বর্বর ;

তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান । লজ্জা
 রাখিব কোথায় ? অগৌরব অহর্নিশি—
 —দিতেছে যাতনা, দংশিছে মশক সম
 তিতিক্ষা সতত । অনুতাপানলে দগ্ধ—
 মর্শ্ব স্থল । নাই শক্তি সাহস উদ্যম ।
 বারে অশ্রু শত ধারে । করিলে শ্রবণ
 বৃক্ষপত্র আলোড়ন, চমকিয়া উঠে,
 প্রাণ । যাবেনা যাতনা থাকিতে চৈতন্য
 দেহে । কাঁদিতে শিখেছি, মরিব কাঁদিয়া ॥ (২)

বিলাপ

আশাছিল শিক্ষিত ভারত বাসী, হনে
 উন্নত প্রধান, লভিবে পূর্ব গৌরব ।
 অসম্ভব অগৌরব হইবে বিনাশ ।
 কিন্তু কার্য কালে দেখান সকলে মিলি
 —কিরূপে গহ্বর হয় উন্নত শিখর,
 কিরূপে অঙ্গার হয় হীরক উজ্জ্বল,
 কিরূপে অধম হয় পদার্থ উত্তম,

কিসে হয় নীচাশয় সদাশয় জন,
 কিসে হয় অমানুষ মানুষ সন্তান ।
 কিসে করে সিংহের শাবক শৃগালের
 পূজা । পারিণা এদৃশ্য হেরিতে আঁধিতে
 আর । করিছে মাতুরক্ত পান, হানিয়ে ভীম
 কুঠার, জননী বক্ষে । আহা কি দুর্গতি !
 নিদারুণ পরিতাপ, দৃশ্য ভয়ানক ॥ (৩)

ভারতের এই পরিণাম ?

অনন্ত ঐশ্বর্যশালী উন্নত ভারত
 হয়েছে এখন দীন, পথের ভিকারী,
 ক্ষমতা কান্দাল । দীনতার দুর্গন্ধে
 ভরা সর্ব্ব অঙ্গ, ধর্ম্মেও কান্দাল হার !
 হয়েছে অধম অতি ; বিলুপ্ত প্রতিভা ।
 নাই উচ্চ ভাব, উচ্চ আকাজ্জক হৃদয়ে
 —কেবলি অনন্ত, অতাবের অট্ট হাস
 প্রকাশ সতত ; বাহ বল, ধন বল,
 নিমগ্ন গভীর জলধি গহ্বরে ; কিবা
 খেলিবেক প্রতিযোগী খেলা— ছিল আশা

ধর্ম্মেতে হবে উন্নত । তাতেও আঘাত—
—পরবল বৈরী— ‘পরধর্ম্ম ভয়াবহ’,
উন্মার্গগামী বালক, উচ্ছৃঙ্খল যুবা,
বৃদ্ধ ক্লিষ্ট, ভারতের এই পরিণাম ? (৪)

অঁধারে ভারত ।

চৌদিকে জ্যোতির রেখা— ভারত অঁধারে
—প্রদীপ্ত দীপ শিখার নিয় দেশ সম ।
ইংলণ্ড, ইটালি, ফ্রান্স, জার্মান, মার্কিন,
জাপান উজ্জল অই আলোক মণ্ডিত সদা ।
বাণিজ্য শিল্পের কৌশল প্রতিভা, বিদ্যা,
জ্ঞান মধ্যাহ্ন মার্ভগু, বিতরে কিরণ
ভারত ব্যতীত । দিব্যালোকে দিব্য শোভা
নেহারি নয়নে বিহরে আনন্দে কত ।
চক্ষুস্থান ভীমবপু ভারত এখন
হঠাৎ আছে অন্ধ, দেখেনা কিছুই চক্ষে ;
তথাপি আকাজকা মনে করিবে গ্রহণ •
ঋষিদের ঋদ্ধিপদ । দেখিবে আবার
চক্ষে, হবে পুন চক্ষুস্থান মন্ত্র বলে !
ভ্রম, ভ্রম, মহাভ্রম, অঁধারের খেলা ॥ (৫)

সভ্যতা ।

সভ্যতা ! বেড়েছে বহু সন্সৃদ্ধি তোমার ।
 ক্ষান্ত দাও এবে, দেখাইবে কত আর,
 জীব হত্যা, নর হত্যা রণ কণ্ঠয়ণ
 স্পৃহা । মানব মর্দন কল, সন্মোহন
 শস্ত্র, শেমিজ, মেক্সিম, কামান ভীষণ,
 শোণিত তর্পণ, ভাতৃ ব্যাপাদন ক্রিয়া ।
 উচ্চ তুমি, বিশ্বব্যাপী গৌরব তোমার ।
 ব্যবহারে কিন্তু নীচতার পরিচয়—
 দিতেছে প্রচুর, শ্রম জীবীদের অন্ন
 করিতে হরণ, করিয়াছ তুমি চারু
 তাড়িতের তার, সুন্দর দ্বিচক্র যান,
 বাষ্পীয় শকট আর যন্ত্র যুক্ত তারি,
 বিলাসী প্রধান তুমি— তোমারি রচনা
 দুষ্কফেননিভ শয্যা— প্রমোদ উদ্যান ॥ (৬)

যুদ্ধ ।

বিশ্বময় হাহাকার তোমারি প্রসাদে,
 তোমারি ভীম কবলে লক্ষ লক্ষ দেহ

হতেছে বিগত প্রাণ ; সভ্যতা উন্নতি
তোমারি চরণ সেবা করিছে সতত ।
নদিতে সোদর তুমি, ধরি প্রহরণ
কর ভীম আশ্ফালন । শিল্পের চাতুরী
বলের পরীক্ষা— বিদ্যা জ্ঞানের গৌরব—
তোমারি পূজার ফুল— অপূৰ্ষ কুসুম !
শিক্ষিত উন্নত নর পুঙ্গব সকল
—তব ধ্যান পরারণ— যশস্বী জগতে ।
অকুপা তোমার, অতি অযশ আকর,
করে দীনতার বুদ্ধি— মানবে বর্ষর ।
হলে তব অন্তর্ধান থাকিব আরামে,
কাঁদিবনা ভ্রাত শোকে, হলেও বর্ষর । (৭)

জাপান ।

সমুদিত পৃথিবীর নব বিভাকর—
পূরব আকাশে । নিরখি জ্যোতি উজ্জ্বল,
মুদিল জাঁখি ভল্লুক, গণিল প্রমাদ ।
সুস্থিত শক্তি সমস্ত, বিস্তৃত ভুবন
বান্দী বীর পুত্র যত । ইয়ালু নান্‌শান

ওয়াফাং কাউর ক্ষেত্রে পড়িল প্রথমে
 প্রথর প্রতিভা— অপূর্ণ, অতি অপূর্ণ ;
 হয়না তুলনা । মানিল বিশ্বয়, পূর্ণ
 —ইতি কথা যত । নাচিল আনন্দে শ্রাম,
 নাচিল ইংলণ্ড, নাচিল ভারত বাসী,
 নাচিল মার্কিন— ছুটিল প্রীতি প্রবাহ—
 মিশি প্রশান্ত সাগর জলে । জলে স্থলে
 সম প্রভা, অদ্ভুত উদ্যম পরাক্রম—
 —আবিষ্কার কীর্তি— ধতু, ধতুরে জাপান । (৮)

সন্তান ।

কুল দীপ পূত্র, মানস সরস জাত
 প্রফুল্ল কমল সম । বুক ভরা আশা
 লইয়া জনক— করে সন্তান পালন,
 প্রমার্জিত অর্থ করি অকাতরে ব্যয় ।
 নাহি চাহে প্রতিদান কিম্বা উপকার ॥
 চাহে মাত্র ভক্তি অনুরাগ— বিপরীত
 হলে তার, নাহি থাকে দুঃখের অবধি ।

ভাগা ভীন পিতা— গণে পরমাদ, ভাসে
 আঁধি নীরে, ভাবি সম্ভানের পরিণাম ।
 হঠলে শাস্ত সম্ভান, থাকিলে সতত
 অধ্যয়ন অনুরক্ত, ধর্ম্য কর্ম্মে ব্রতী—
 কায়মনোবাক্যে পিতা করে আশীর্বাদ
 হউক সুখ সম্ভান । বুঝে নাকি ইতা
 যে প্রাণ প্রতিম পুত্র— সেইত সম্ভান । (৯)

সমাজ ।

সমাজ তোমার হস্তে নাস্ত, কোটি কোটি
 মানবের কোটি কোটি প্রাণ ; সুখ দুঃখ
 ধর্ম্মাধর্ম্ম, ভাল মন্দ, মরণ বাঁচন ।
 শিক্ষাদান ছলে তুমি কর সংহরণ
 আস্থ্য আয়ু ধর্ম্ম বল্ । আন মহার্ঘতা
 বাণিজ্যের ব্যপদেশে, নাড়ায়ে অধর্ম্ম বংশ ।
 বিলাসিতা কর বৃদ্ধি করি সত্যতার
 ভান । অনটন বিতরণ কর তুমি
 অহর্নিশ । সদ্য বিক্রেতার শিরে দাও
 হীরক মুকুট, হইয়া মদিরাশক্ত ।

আসিয়াছে দেশে মহা দরিদ্রতা, তব
ব্যবহারে, অন্নাভাবে জীর্ণ শতশত
নারীনর, চিতাভস্মে আবৃত সমস্ত
দেশ । মরি কি বিচিত্র চিত্র সমাজের ! (১০)

মানব ।

সৃষ্টির প্রদান তুমি হে মানব ! হবে
শান্ত সমাধিত পবিত্র নিশ্চয় তুমি ।
পাইয়া ক্ষমতা হস্তে— কেন কর আহা
মন্দ ব্যবহার । সবেনা ধর্মের গায় ।
স্বার্থ পর তুমি অতি, হরিয়া অশ্রুর
গ্রাস, তৃপ্ত হও তুমি ; সত্যের গৌরব
নাহিক তোমার কাছে,— চুরিতে চতুর
তুমি, নিবারিতে ভিষ্মা জঠরের জ্বালা
কর কত প্রাণী নধ । ইতর প্রাণীর
প্রতি নাহিক সমতা তব, স্বেচ্ছাচারী
মহাক্রুর ধর্মদ্রোহি, নিরদয় তুমি ।
অত্যাচারে তব— হয়েছে মশান সম
পৃথিবীর পুত ভূমি । নিশ্চয়, নিশ্চয়
তুমি,— নিকট বদন করাল কিস্কর । (১১)

জাপান যুবক ।

মরিতে শিখেছি আমি— করিব শোণিত
 দান, স্বদেশ সম্মান রক্ষণে । করিব
 স্বজাতির হিত, রাখিব মরিয়া কীর্তি ;
 দলিব সহস্র শত্রু অবলীলা ক্রমে ।
 এক ধ্যানে, এক মনে, করিব অর্চনা
 জননী জন্ম ভূমির ; করিব উজ্জ্বল
 মুখ । দিবন। আসিতে দেশে পরকীয়
 বাণিজ্য সস্তার । অনুরাগে অহনিশ—
 গাব বীরদর্পে, বীর গাঁথা । দেশ টারি—
 মম ঐরি করিব সতত জ্ঞান ; ধরি
 ভীম অসি বেড়াইব নির্ভয় অন্তরে ।
 পলাইবে মৃত্যু ভয়েতে আমার । নীর
 দেশে, বীর মাতৃ গর্ভে জনম আমার ।
 দেখাইব সিংহ সম ভীম পরাক্রম । (১২)

জাপান মহিলা ।

কিসে আমি নূন ? কিবা বাড়া উপাদান
 পুরুষ শরীরে । একি আত্মা, একি প্রাণ,

একি রক্ত মাংস অস্থি উভয়ের অঙ্গে ;
 তবে কেন আদীনতা করিব সংহার ।
 লভিব, লভিব, যত্নে বিদ্যা, ধর্ম্য জ্ঞান
 করিব অর্থ অর্জন— দেশের কল্যাণ ।
 শিখাব সতত সন্তান সকলে আমি—
 নীর ধর্ম্য বীর গাঁথা, হইব হইব
 বীর প্রসন্নী ; সাজিয়া রণের সাজ
 দান রণাঙ্গনে ; খেলার বীরত্ব খেলা ।
 প্রকৃতি পুরুষ এক, হইবে যখন,
 মানিবে বিশ্বয় বিশ্ব নিশ্চয় তখন,
 বিধাতার সৃষ্টি, বিধাতার নীলা, মিলি
 প্রকৃতি পুরুষ, করিব বিশ্বের কাজ । (১৩)

জাপান জননী ।

উঠ ! নিদ্রিত সন্তান ! কর শক্তি সেবা ।
 লক্ষ্মী, বানী, হবে বশ ; শিখরে যতনে
 কার্য্য করী বিদ্যা,— বিজ্ঞান-জ্ঞান কোশল ।
 আমিলে সম্মুখে শত্রু কাঁদিলে নতুনা ।
 বেড়াও আতপ তাপে, হউক শরীর

শক্ত । ভিজরে বৃষ্টি বাদলে, হবেনা
 ব্যম পীড়া, সহ কর ক্ষুধা, তৃষ্ণা, চাও
 যদি হইতে স্বাধীন, উন্নত প্রধান ।
 শক্তির সেবাতে হবে বিশ্বস্ত নিপাত,
 অমিত বিক্রম বৈরি, পালাবে পশ্চাতে
 হটে, সিংহের সংগ্রামে মৃগ শিশু বণা ।
 মথিয়া সমুদ্র বারি— দেশ দেশান্তরে
 যাওরে ছুটিয়া । আন দেশে বিদেশের
 অর্থ; বাণিজ্যে উন্নতি হউক প্রমাণ । (১৪)

জাপান সত্ৰাট ।

যাও যাও বীরগণ ! রাখিতে সম্মান
 করিতে মুখ উজ্জ্বল, সদর্পে সগর্বে
 কররে শত্রু সংহার, স্তম্ভিত হউক
 বিশ্ব, নিরখি সাহস কৌশল বিক্রম ।
 জলে স্থলে সমভাবে দেখাও বীরত্ব,
 করোনা কাকেও ভয়, মৃত্যু রোগ গ্রস্থ
 সবে । মরিবে, মরিবে, সমুখ সমরে
 শত্রু শত শত ; হবে অনন্ত কল্যাণ ।

সমর শয়্যায় করিলে শয়ন, সুখ
 লাভ স্বর্গ বাস হবে ধ্রুব পরকালে,
 জয়েতে আনন্দ শান্তি ত্রিদিন আসন
 ইহ লোকে লভে অরিন্দম বীর যত ।
 ধর অসি, পর অঙ্গে অক্ষয় কবজ,
 ধাও দ্রুতপদে, করি হুক্কার গর্জন । (১৫)

জাপান জনক ।

একি শুনিলাম হায় ! হলোনা কেনরে
 মৃত্যু শুনিবার আগে ? মরিলনা কেন
 পুলে সম্মুখ সমরে । আহত হইয়া
 আসিল গৃহেতে ফিরি ; কেমনে দেখিব
 মুখতার ? হুঃখ, হুঃখ, ভয়ানক হুঃখ ।
 মন্দ ভাগ্য আমি— অতি মর্মান্বিত আজি,
 হইল অক্ষম পুলে চির দিন তরে ।
 সাধিতে দেশের হিত— স্বজন কুশল
 সম্রাটের শুভ, পারিবেনা আর । হুঃখ
 রাখিব কোথায় ? কহিব কাহাকে আমি ?
 অবশ হইল বড় । পড়িল অশনি

শিরে । বীর জাতি মোরা, করি অবহেলে
বীর-কর্ম সম্পাদন ; কেনরে ভাবনা ;
নিবনা এ পুত্র ঘরে— করিব বর্জন ॥ (১৬)

জাপানের জাতীয় উৎসব ।

ছিগ একদিন— লক্ষভেদ ধমুর্ভঙ্গ
পণ,— বায়ব্য আগ্নেয় অন্তের গোরব,
প্রহেলিকা-সম— গুনি উপকথা কর্ণে,
না হয় প্রত্যয়— আঁখিতে দেখিনি বলি ।
অসভ্য জাপান— খেলিয়া বীরত্ব খেলা
হইল স্বাধীন— হইল প্রধান । দেখ
তাহাদের কীর্তি— প্রশান্ত সাগর বক্ষে
জাতীয় উৎসব খেলা বীরত্ব বাহার !
শেমিজ গ্যানের গুডুম্, গুডুম্, ধনি ।
গোলন্দাজের গোলা বৃষ্টি, অথ সাদীর
ভীম আক্ষালন । রণ বাদ্য ভয়ঙ্কর,
প্রকম্পিত জল স্থল— ভূকম্পনে যেন ।
সংত্রাসিত রুষরাজ, করিল মস্তক
হেট । আতঙ্কে অস্থির সেনানী সকল । (১৭)

স্বদেশ হিতৈষী ।

যত শোভা পায় মণি— রমণীর গলে,
 যত শোভা পায় ধনী পারিষদ দলে ॥
 যত শোভা পায় শশী গগন মণ্ডলে,
 যত শোভা পায় অসি বীর করতলে ॥
 যত শোভা পায় ভৃঙ্গ অমল কমলে,
 যত শোভা পায় শৃঙ্গ গিরিময় স্থলে ॥
 যত শোভা পায় হরি স্বাপদের দলে,
 যত শোভা পায় তরী সাগরের জলে ॥
 যত শোভা পায় সতী মহিলা মহলে,
 যত শোভা পায় যতি নিবিড় জঙ্গলে ॥
 যত শোভা পায় হীরা কিরীট কুণ্ডলে,
 যত শোভা পায় বীরা মানব মঙ্গলে ॥
 তাহার অধিক শোভা ধরে ধরাতেলে,
 স্বদেশ হিতৈষী জন আপনার বলে ॥ (১৮)

বিবেক ।

বড়ই দুর্শ্রুধ তুই হরন্ত বিবেক,
 পারিনা বুঝাতে জোরে, নাহি তোর জ্ঞান ।

দিবা নিশি তোর লাগি ক্ষতি হয় মোর ।
 কত সুখ পাই আমি, অসত্য আচরি,
 কত সুখ পাই আমি, প্রতি হিংসা করি,
 কত সুখ পাই আমি, করি ধুত্পণা,
 কত সুখ পাই আমি, করিয়া বঞ্চনা,
 পারি না পারি না হয়, তোর লাগি আমি ।
 চাইরাছি তোর লাগি পথের ভিকারী,
 হইরাছি তোর লাগি বিজন বিহারী,
 চাইরাছি তোর লাগি বিপদে পতন,
 শুনি না শ্রবণে—আহা মধুর ভাষণ ।
 কি বলিলে । ভ্রান্ত বুদ্ধি বিলাসী মানব ।
 বিবেক বিভুর বাণী—করোনা বর্জন । (১৯)

মরিয়াছি বহুদিন ।

মরিয়াছি বহুদিন ! দেহেতে থাকিলে
 প্রাণ, হইত কি সহ—তিরকার গালি—
 নিদারুণ অপমান, হতো কি বিনষ্ট
 গুরু নীর্দোষ আমার ? উন্নত মস্তক
 হইয়াছে অবনত, কৃষকের অন্তে,
 হতেছে আমার, ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ ।

যোগা'ছে অপারে বস্ত্র, নাহিক লজ্জার
 লেশ, নিরলঙ্কার অধম আমি, দগ্ধ হৃদি
 ত্রিতাপে সতত, রুগ্ন দেহ, ভগ্ন প্রাণ,
 নাহিক আনন্দ চিত্তে, খেলি অহনিশি
 নিরানন্দ খেলা, আসেনা হাসি বদনে ;
 চিত্তানল সম জ্বলে অন্তর্দাহ সদা ।
 কি আর মরিব আমি— গত বহু দিন
 হইয়াছে মৃত্যু— এখন শুধু সৎকার । (২০)

কি হলো ?

কি হলো কে করে সুধার কার্য !
 উছ উছ উছ বিষম দহনে,
 দহিল দহিল দহিল কার্য,
 বাঁচিলে বাঁচিলে বাঁচিলে জীবনে
 কেনরে আজিকে কিসের কারণে,
 কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে উঠিছে প্রাণ ।
 কেই বা কি হেতু মানস কাননে,
 কিসের অনল করিল দান ॥
 একিরে একিরে হঠাৎ কেনরে,
 উখলি নগ্ন বারিধি বারি ।

দেহের হুকুল ভাষায়ে দিলরে,
 কি হলো কিছুই বুঝিতে নারি ॥
 অহো প্রেম পোড়া ধন ধাত্ত ভরা,
 মন প্রাণ হরা এধরাতল ।
 কেন যেন জ্ঞান হইতেছে জরা,
 কেজন কারণ বলরে বল ॥
 আগেতে প্রভাতে ঝোপের ভিতর,
 রঞ্জিয়া রক্তিম রঙ্গেতে রবি ।
 হাসিয়ে নাশিয়ে তিমির নিকর,
 দেখাত সুন্দর সুরম ছবি ।
 বিকাল বেলায় বারিধি বেলায়,
 বেড়াতে যেতেম কল্পনার মনে ।
 মূহুর্ত সমীরে জুড়াইত কায়,
 কতই প্রমোদ পশিত মনে ॥
 নীর নিধি কিবা খেলিত লহরী,
 কল কল শব্দে করিত গান ।
 ভাষাতেম দেহ তাহার উপরি,
 ডুবিয়ে যেতেম ধরিয়ে তান ॥
 আবার যেতেম অচল চূড়ায়,
 আকাশ সরসী হিমালী ময় ।

মুগ্ধ হত মন স্বভাব শোভায়,
 বলিতাম মুখে জয় ব্রহ্ম জয় ॥
 যেতেম গিরির গভীর গহ্বরে,
 যেখানে বিহরে বিবম সাপ ।
 হেরি অহিবরে ছুটাছুটি করে,
 পালাতেম্ বলি ধাপরে বাপ ॥
 সেখান হইতে দৌড়িয়ে আবার,
 চলিয়ে যেতেম যমের বাড়ী ।
 দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার,
 পাপীর পিঠেতে পিটিছে বাড়ি ॥
 বম দূতগণ ভুতের মতন,
 বিকট আকার বিকট চোক ।
 পাপীদের ধরি করিছে জেপণ,
 জগন্ত অনলে কতই রোক ॥
 অদূরে নরক কুণ্ডের ভিতর,
 কিলি বিলি কেঁচো করিছে সব ।
 ডুবিছে উঠিছে পাপিষ্ঠ নিকর,
 ত্রাহি ত্রাহি ত্রাহি করিছে রব ॥
 যেতেম আবার নন্দন কাননে,
 যেখানে বিহরে অমর বধু ।

লইয়ে পৌলমী সহস্র লোচনে,
 পান করে সদা প্রণয় গধু ॥
 পারিজাত ফুল তুলিতেম কত,
 কত গাঁণিতাম তাহার হার ।
 ফেলিতেম কত ছিঁড়িতেম কত,
 বহিয়ে শিরেতে শ্রমদ ভার ॥
 আজিকে কেনরে কিসেরে কারণে,
 সেসব ভ্রমণে বাসনা নাই ।
 দহিল দহিল বিকট দহনে,
 উত্ত উত্ত মরি কোথায় যাই ॥
 কিসের অনল হইয়া প্রবল,
 হৃদয় কানন করিছে ছার ।
 হায় হায় হায় কি হল কি হল,
 বাঁচিলে বাঁচিলে বাঁচিলে আর । (২১)

কর কি ?

কর কি ধরায় পাতিয়ে আসন,
 খেলাও কি খেলা সুখে সর্বক্ষণ,
 দেখ কি ভাবিয়া শেষের সেদিন,
 কত ভয়ঙ্কর অসুখ অপার ।

নিরে দারাসুত প্রিয় পরিবার,
অবিরত কর আমার আমার,
ভ্রমেও ভাবনা অস্তিমের কথা,

কর কি বসিয়া মনরে আমার ।
যাইবে যখন চলিয়া যৌবন,
হবে কষ্টকর জীবন ধারণ,
দেখি কি ভাবিয়া হবে কিবা গতি,

সেই দূরদিনে বিনা হাহাকার ।
মহাভ্রান্ত মন, ভ্রম পরমাদে,
রয়েছ ডুবিয়া অনন্ত বিষাদে,
নয়ন মেলিয়া দেখ একগার,

কর কি বসিয়া মনরে আমার ।
নাহি হিতাহিত ভাল মন্দ জ্ঞান,
পরমার্থ বোধ স্মৃতি সন্ধান,
ভুলেছ সকলি কোহকে মায়ায়,

আছে অভিমান পূর্ণ অহঙ্কার ।
আশার ছলনে মায়ায় বন্ধনে,
ডুবে আছ ভব— বারিধি জীবনে,
নাহি পরকালে, ভয় কি প্রত্যয়,

কর কি বসিয়া মনরে আমার ॥ (২২)

কিছুনা

কি করি ? কিছুনা, দেখনা ভাবিয়া,
সকলি আঁধার কি কাজ কহিয়া,
বলে পশু, পক্ষী, তরু, লতা, বন,

কিছুনা কিছুনা আমিও আমার ॥

দেহ, অঙ্গা মন কিছু আমি নই,
চক্ষু, কণ, ত্বক, আমি কিসে কই,
আমি কিছু নই সকলি বিকার,

কিছুনা কিছুনা আমিও আমার ॥

স্বপ্নের সংসার দিয় পরিজন,
প্রীতি ভালবাসা মিষ্ট আলাপন,
যাবেনা কিছুই সজ্জতে আমার,

কিছুনা কিছুনা আমি কি আমার ॥

মন জন গর্ভ গোরব সম্মান,
যশ কীৰ্ত্তি লাভ জাতি কুল মান,
কিছুই ধরায় নহেত আমার,

কিছুনা কিছুনা আমি কি আমার ॥

ইচ্ছাময় যিনি ইচ্ছাতে তাঁহার,
চলি বলি ঘুরি মেদিনী মাঝার,

করণ কারণ তিনি মুগাধার,

কিছুনা কিছুনা আমিও আমার ॥

আমি করি কার্য্য কুতিত্ব আমার,

বুখা অভিমান, বুখা অহঙ্কার,

মোহিনী মায়ার লীলা চমৎকার,

কিছুনা কিছুনা আমি কি আমার ॥* (২৩)

সুখ ।

১। সুখ ! তব নিবাস কোথায় ?

যথা নিবাসিণী, শোক হুঃখ নিবাসিণী,

শ্রামল শিখরী পদ ধৌত করি ধায়

বাস তুমি করকি তথায় ?

২। যথা প্রকৃতি দেবী র'ন ।

গাঁথিয়ে ফুলের মালা, সাজায়ে ফুলের ডালা,

আনন্দে বন্ধন বিশ্বনাথের চরণ,

তথায় কি তোমার ভবন ?

* আমার অঙ্গুরিয়কে “কর কি” লিখা ছিল । বন্ধু ভগবানচন্দ্র
সেন উকীল তাঁহার অঙ্গুরীতে “কিছুনা” লিখিয়া উত্তর দেন ।
তদুপলক্ষে এ কবিতা হুটী রচিত । বন্ধু আজ পরলোকে ।

৩। গিরি শৃঙ্গ পর্বত গুহায়—

অপনা পিজন বনে, এক ধ্যানে এক মনে,

যোগিনীর মগ্ন যথা যোগ সাধনায় ।

নিবাস কি তোমার তথায় ?

৪। যথা দুঃখী কৃষকের চিত,

সার করে দেহ জল, লভিবারে শ্রমফল,

দিনা শেষে পরিনারে দেখে হরমিত

তথায় কি তুমি নিরাজিত ?

৫। দয়াশীল পশুশীল জন,

দেখিয়া দুঃখীর দুঃখ, ভুলিয়া নিজেও সুখ,

প্রাণপণে পর দুঃখ করে নিমোচন

তথায় কি তোমার সদন ?

৬। ঐ যে ক্ষুদ্র নগণ্য জাপান,

শিরে স্বাধীনতা ধন, বতনে করি রক্ষণ,

ক্রমেতে উন্নতি পথে করিছে গমন

তথায় কি তোমার ভবন ?

৭। প্রুসিয়ার নব অভ্যুদয়ে

যথা রণরঙ্গে মাতি, গরবে ফুলারে ছাতি,

নিখ্যাত ফ্রান্সকে দাপে কাঁপায় নির্ভয়ে !

তথায় কি থাক হিংস্র হয়ে ?

৮। কিংবা যথা রুমিয় কুমার ।

লঠয়ে কসাক দলে, লজ্জি শত্রু পদ দলে,
লভিতে বাসনা করে পৃথ্বী অধিকার
তথায় কি তোমার আগার ?

৯। যথা ব্রটনিয়া আবাস,

স্বাধীন প্রকৃতি জনে, রত শাস্ত্র অলাপনে,
বানিজ্যে শিল্পেতে করে কৌশল প্রকাশ,
তথায় কি তোমার আবাস ?

১০। এভারতে কোথা তুমি আছ ?

নাহি তুমি ধনী গেছে, নাহি তুমি দীন দেহে,
নাহি তুমি মধ্যবিন্দু কোথা হুকিয়াছ ?
কেন নিরদয় হইয়াছ ?

১১। গৃহাশ্রমে তোমারে না পাই ?

হা অন্ন ! হা অর্থ ! করি, কাটি দিবা বিভাবরী,
কলঙ্ক কালিমা মুখ নিমর্ষ সবাই
কলহেতে মত্ত ভাই ভাই ।

১২। তব দেখা পাব নাকি আর ?

তোমারে পাবার তরে, হৃদয় ক্রন্দন করে,
দেখ দেখ দেখ সুখ দেখ একবার ।
আকাজকা পড় আগার । (২৪)

কোরিয়া ।

পীতসমুদ্রের পীতপুত জল ধৌত,
 কোরিয়া তবে কাহার ? মাঞ্চুরিয়া সহ
 গলগলি করি,— নিয়ে আর্থার বন্দর ।
 রুমাতকে পীতাতক ভীম বিষর্ষণ
 লাগিল সহসা,— মর্কট ভল্লকে যথা ।
 কোতুকে দেখিছে রঙ্গ,— সমরের খেলা,—
 শ্রীবুদ্ধের স্বর্ণবিন্দু, কিনশাত্তারের
 উষ্ণপ্রস্রবন, পীত সমিরের গিরি—
 গহ্বর । অত্যাধ অদ্ভুত পল্লব চাকর,
 অনন্তর অটনী, ভাষমান পাবাণ,
 প্রস্রবন দম্পতি,— অদ্ভুত সৃষ্টি শোভা—
 অচল অটল তুমি, নীরবে সমস্ত
 করিতেছ সহ ; বাঙ্গালি কবির মন ।
 বলনা কোরিয়া তুমি, হইলে কাহার ? (২৫)

আবেগ ।

আতপ তাপিত মরু মাঝার বসিয়া,
 গায় আফ্রিক মন্দন স্বদেশ গৌরব ।

গায় সুদাকর্ষে আজন্ম আঁধারে থাকি
 মেরু বাসিগণ, আগুন দেশের গীত ।
 আনন্দে মাতিয়া, নাচিয়া নাচিয়া অই
 দেশের মোহাগে গলি— নীর নিধি বক্ষে
 বসি দ্বীপ বাসীগণ— গায় অমুরাগে,
 “আমার জনম ভূমি ভুবনে অতুল”
 গাগল হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, গাও
 ভারতের কবি ; নাহি থা’ক কণ্ঠে স্র
 করে নীণা সুশোভনা, ভাবেন্তে মজিয়া
 গাওরে তথাপি— সুধু মুখে পরি তান—
 —আমার জনম ভূমি ভুবনে অতুল ।
 ঢালিছে সতত প্রাণে আনন্দ আগার ॥ (২৬)

মার্কিন ।

অহর মাগর বক্ষে— কোথায় মার্কিন
 তারাও উঠিল জাগি— সুশোখিত সিংহ
 সম ! দেখাতে জগতে কুতিত্ব কৌশল,
 করিতে জগতে স্বর্গের মৌভাগ্য ভোগ ।
 ধনেতে মার্কিন কত উন্নত প্রদান ?
 বলিতে মার্কিন কত উন্নত প্রদান ?

বিদ্যাতে মার্কিণ কত উন্নত প্রধান ?
 শিল্পেতে মার্কিণ কত উন্নত প্রধান ?
 দেখরে বিশ্বের নচ্ছার অধম জাতি ।
 কত রূপে অবলার ধরিয়া অঞ্চল :
 তারাত্ত মানব, তুমিও মানব, কেন
 হেন তার তম্য— আকাশ পাতাল ভেদ ?
 পারি কি বলিতে কেহ নিরপক্ষ ভাবে ? (২৭)

জার্মান ।

নবোদ্যমে নবীন জার্মান, করি যত্নে
 চাণাক্য কণিকে বশ, মস্ত্র বলে যেন,
 নিয়াছ শিখিয়া সুন্দর সংস্কৃত ভাষা,
 লভিয়াছ দৈব শক্তি দেব পরাক্রম ;
 বৈদিক বলেতে হইয়াছ বলশালী ।
 মহাকর্ম্য বীর, কর্ম্য ক্ষেত্রে কর্ম্মীশ্রেষ্ঠ ।
 তোমারি নিষ্ঠাণ বিসমার্ক, যশ কীর্ত্তি—
 ফ্রান্সের প্রাণ সমাধা, অন্তর্জাতি বিধি,
 বার্লিনের মহাসন্ধি— কৌশল কৃতিত্ব ।

তোমারি রচনা অধুম অশক শত্রু,
 বিষম সময় জয়ী স্ননিপুণ সেনা,
 তুমি ধনে জনে জ্ঞানে মানে সমুন্নত
 বিশ্বে । গাইছে তোমার যশ সমতানে
 সমস্ত শক্তি । তোমারই সন্তান আৰ্য্য । (২৮)

গ্রীক ।

তুমি আমার, আমি তোমার, ছিল কথা
 এক দিন । দাস দাসী সহ করেছিলে
 তুমি কত রত্ন দান । তোমারি সন্তান
 ছিল প্রহরী আমার,— বিশ্বাসের পাত্র ।
 এখন তুমি কোথায়, আমি বা কোথায়,
 দেখকি আঁখি দুটী মেলি ? তুমিও দূরে,
 আমিও দূরে, হয়না ছুজনে আলাপ ।
 কিসে রবে পরিচয়, পূর্বের সম্বন্ধ ?
 রাজ দ্বারে শাশানে আর বিপদ সময়ে
 যে করে সাহায্য, সেইত বান্ধব । আমি
 বিপন্ন এখন— কি কর বন্ধুর কাজ ?
 বন্ধুত্ব বন্ধন গিয়াছে ছিঁড়িয়া হায় ?

"বুঝিলাম বুঝিলাম বুঝিলাম সার
সময়ে সকলি করে বন্ধ ব্যবহার" (২৯)

অনুকরণ ।

হে অনুকরণ প্রিয়—অধম নিকৃষ্ট
জাতি, পারনা ভালটা করিতে গ্রহণ ?
নৈপুণ্য, কৌশল, শক্তি, কার্য্য-করী-বিদ্যা—
উদ্যম, সাহস, দেশ হিতৈষণা ব্রত ।
আছে নাকি অপকৃষ্ট আপাত মধুর
ষত— সিগারেট, হেডকোট, অঙ্গরাগ,
বিলাসিতা, ব্রাণ্ডি ব্যবহার, অভিমান,
দৰ্প, অযোগ্য আহার, অযোগ্য বিহার,
ক'রেছ সুখে গ্রহণ, কোমল বালক
সম । হতেছে লাঞ্ছনা লাভ, মূহমূহ
মুষ্টিযোগ ; খেয়েছ লজ্জার মাথা, পর
পরিচর্যা পরায়ণ । শিথিয়াছ ভাল
পরের চরণ রেণু, লইতে মন্তকে ;
করিতে দেশের নিরাপত্তি সৰ্কানাশ । (৩০)

স্বাবলম্বন ।

স্বাবলম্বন সেবক যারা— জানে তারা
 কি সুখ স্বাবলম্বনে । নাই অধীনতা—
 নাহি ক্রকুটি ভঙ্গিমা, তর্জ্জন, গর্জ্জন,
 কট মট দৃষ্টি । শাস্তি সুখে কাটেকাল ।
 স্বাবলম্বনে আত্মার বাড়ে স্বাধীনতা
 হয় নিজের উন্নতি— দেশের মঙ্গল
 বাণিজ্যের বুদ্ধি, অর্থকরী বিদ্যালয়াভ ।
 সে স্বাবলম্বন ব্রত, নাহিক ভারতে
 হায় ! হইয়াছে বৃত্তি ভোগী, অতি দীন ।
 কিন্তু ব্যবহারধর্ম্মে পূর্ণ স্বাবলম্বী,
 ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ধর্ম্ম, প্রমাণ তাহার ।
 গ্রামাচ্ছাদনে অক্ষম,— উৎকৃষ্ট বৃত্তি সার ;
 শলী মুখে অহর্নিশি রাহুর সঙ্গার ।
 শিক্ষিত যুবক ! মেলিবে কি আঁধি ছুটি ? (৩১)

বাগ্মী ।

বর্ণমালা মুখস্থ পারগ বাগ্মী ! হয়েছে,
 অসহ অত্যন্ত আন্দোলন তূর্য্য ধ্বনি ।

শত সভাসমিতি— প্রস্তাব, সমর্থন,
হতেছে অতি উত্তম । কেবলি প্রার্থনা,
করতালি বাক্যব্যয়, কার্যে শূন্য গর্ত্ত ।
চাহি ভিক্ষা— চাহি উচ্চ রাজ পদ, আশ্র
শাসনের অধিকার, গোচারণ মাঠ,
পিপাসায় স্নিগ্ধবায়ি, বিচার শাশন
বিধি সংশোধন ; ভিক্ষুকের মনোরথ
হয় কি ভিক্ষায় পরিপূর্ণ কোন কালে ।
প্রার্থনা কান্নায় নাহি হয় নিবারণ,
জঠরের জ্বালা,— বিনে তৃপ্তিকর অন্ন ।
উচ্চ অভিলাস থাকিলে অন্তরে, কর
অনুষ্ঠান ব্রত— প্রতিযোগী কার্যশিক্ষা । (৩২)

বর্ণস্বামী

বর্ণস্বামী ! পণ্ডিত তুমি—পণ্ডাবুদ্ধির
পরিচয় দিয়াছ বিস্তর । শিক্ষা, কল্প,
সাহিত্য, দর্শন, বেদ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ,
উপনিষদ, বিজ্ঞান, শিক্ষাতে ভক্ষণ
করিয়াছ তুমি ; উত্তর জীবীর জহ

রাখ নাই কিছু । একাধারে তুমি-শ্বেত
কৃষ্ণ ছুটি মূর্তি । বদনে ধার্মিক তুমি,
অন্তরে পাষণ্ড । বলিহারি তব, ধন্য
শ্রুণপণ— বিচিত্র উজ্জল অতি । তুমি
পাতিতে পারগ, প্রাক্ষিপ্ত ক্ষেপণ প্রিয়,
স্বরথ সাধনে বিশেষ পটু । অপটু
সুধু লজ্জা নিবারণে ; অযাজ্য যাজনে
আকাজ্জা অনেক— জাতি ভেদ কীর্তি স্তম্ভ
তোমারি রচনা ; তুমি ধন্য ! তুমি ধন্য ! (৩৩)

কার তরে ।

কার তরে খাটিলাম ; রক্ত করিলাম
জল । না ভাবিয়ে, না বুঝিয়ে, সুধা জ্ঞানে
করিয়াছি হলাহল পান । ভাঙ্গিয়াছি
নিজ হাতে ছায়াময় তরু । নিবেগেছে
চিত্র তরে শাস্তিময় দীপ । ভেঙ্গেগেছে
শতভাগে সরল হৃদয় ধানি । ভাই,
বন্ধু, আত্মপরিজন, সোনার সংসার,
হয়ে গেছে মাটি । অপার অগাধ সিন্ধু

সলিলের নীচে, আকাশে পাতালে
পশিয়া নীরবে (না খেয়ে না শু'য়ে আমি)
খুজিলাম কত, মিটলনা মনোরথ ।
সহিলাম শত্রু উপহাস, পদাঘাত
শত। কোথা সাম্য, স্বাধীনতা মৈত্রি ! দেখ,
ভুবিলাম মজিলাম আমি—কারতরে ? (৩৪)

সংসার রূপের হাট ।

সংসার রূপের হাট ; আঁখি ছটা নিয়ে
ঠেকেছি বিষম দায় । রূপের পুতুল
কত, হেরিতেছি অহনিশি ; মিটলনা
ওবু সেরূপ লালসা,— কি দোষ আঁখির,
বাঁধিতে পারিনা মন । ভালবাসে মত্ত
মন, সুন্দর সুন্দর রূপ ; পরিহরি
চঞ্চলতা— কিবা ঘেন মধু আকর্ষণে ।
চিত্রের চম্পকে বসি ভ্রমর যেমন—
ফিরে আসে স্তূন মনে, ফিরিবে কি হায়
তেমতি আমার মন ? করিতে শক্তির পূজা—
—ভক্তিতে বসিয়া সেই স্বস্তিক আসনে ?
দেখিতে চাহিলে সুখের সুন্দর মুখ,

কর অঞ্জলি অর্পণ— স্বাধীন প্রমত্ত

ভাবে, শক্তির চরণে ; ঘুঁচে যাবে জ্বালা । (৩৫)

বুদ্ধ ।

তামসী নিশার গাঢ় অন্ধকারে যথা

সাধিতে জীবের হিত, স্থাপিতে অহিংসা,

পরম ধর্ম, নাশিতে অধর্ম আচার,

করে ছিলে ত্যাগ (নির্বাণ মুক্তির লাগি)

ঐশ্বর্য সাম্রাজ্য, প্রাণের দয়িতা, পুত্র,

পিতা, মাতা,— মহাত্যাগী মহাযোগী তুমি ।

পড়ি শব্দটে, ডাকি আমি, বিনয় নম্র

বচনে, এসো সিদ্ধার্থ ! এসো আরবার,

হিংসার বিকট মূর্তি, বিহরে সতত

বিশ্বে, জীব সংহারের নাহিক বিরাম ।

মানব সুমূর্খ প্রায়, বাসনা বহ্নিতে

পোড়িছে মরিছে নিত্য : নাহি ধর্ম জ্ঞান ॥

পরিহরি স্বর্গ রাজ্য, দাও এসে পুন,

স্বর্গের সান্ত্বনা ; সমাধি শান্তি নির্বাণ । (৩৬)

স্বর্ঘ্য ।

করুণার খণি, আদর্শ হৃদয় তব,
 করেছিল এক দিন জগতের হিত ।
 বিনাশিতে প্রতিহিংসা প্রতিশোধ লিপ্সা,
 বিলাইতে ক্ষমা, মমতায় বশীভূত
 করিতে মানব, জীবন পুষ্টকে তুমি
 লিখিছিলে কত, পবিত্র স্বর্গের বাণী ।
 দেখ ক্ষমাবীর ! বেড়েছে আবার বিশ্বে,
 হিংসা, অত্যাচার, ক্রোধ, প্রতিশোধ লিপ্সা ।
 একে, অন্তে ছলেবলে করিছে সংহার ।
 তোমার শোণিত দেব ! করেছিল নাকি
 যে শুভ সাধন, ভুলেছে খুষ্টান তাহা ;
 আবার আসার হইয়াছে প্রয়োজন ।
 তাইতো করি প্রার্থনা, এসো আরবার ;
 হউক শান্তির রাজা, জগতে স্থাপন । (৩৭)

দুর্য্যোধন ।

দুর্য্যোধন ! হুঃখে বড় দহিছে হৃদয়,
 দিলে পঞ্চখানি গ্রাম—সন্ধিতে সম্রাতি,

হতেনা হতেনা রণ,—কুরুক্ষেত্র ভূমে
 মরিতনা অষ্টাদশঅক্ষৌহিনী সেনা—
 রণ, রথী, গজবাজী, গদাভিক সহ ।
 হতেনা ভারত কাঙ্গাল, ক্ষমতা হীন ।
 উরুতে বসায় যবে দ্রুপদ বালায়,
 হরিতে ভাহার বস্ত্র করেছিলে চেষ্টা—
 খশায় মাথার বেলী,—অভিমান ভরে ।
 তখনি তব সংহার লিখেছিল বিধি
 প্রসূর ফলকে । মরিলে মজ্জালে দেশ—
 তুমি কুলাঙ্গার । দেশের পরম শত্রু ।
 ত্রিশ কোটি কণ্ঠ দিতেছে তোমাকে ধিক,
 কাঁদিয়া বিষাদে কত মর্ষ বেদনায় । (৩৮)

সিরাজ ।

বঙ্গাধিরাজ সিরাজ ! তুমি পরলোকে ।
 পুত আত্মাতব, দেখিতেছে আমাদের
 অবিন্ধ্যাকারীতার, অতি মন্দ ফল ।
 ইতিহাসে নাহি লিখা, কোন নৃপতির
 এহেন লাঞ্ছনা । অহো কিবা পরিতাপ !
 পূর্ব মুহূর্তে তুমি, ছিলে বঙ্গাধিপতি,

পর মুহূর্তেই হলে, শত খণ্ডে দ্বিধা,
 স্মৃতিস্থ খড়্গা আঘাতে । এবে হইতেছে
 তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত ; নাহি জানি
 কবে হবে অবসান অভিশাপ ভোগ ।
 ছাড়ায়ে গিয়াছে সীমা, এখন কেবল
 জ্বালা—বিভীষিকা, মৃত্যু ভয়, আর্তনাদ—
 অহনিশি অক্ষপাত, হইয়াছে সার ।
 নবাব ! কি কব দুঃখ, আমরা পাবণ্ড । (৩৯)

স্মৃতি ।

করিল করিল স্মৃতি ! সময়ের স্রোত
 তোমার সৌষ্টব নষ্ট ; পাশ্চাত্য পণ্ডিত
 হানিছে ত্রিঅঙ্গে তব ভীষ্মতর বাণ ।
 তইবেনা তন্ত্র মন্ত্রে এ শত্রু সংহার ।
 চাহি অঙ্গরাগ, অটুট অস্ত্র ধারণ,
 যজ্ঞের প্রসাদ কিন্না হোমের আগানে
 হবেনা এ শত্রুবশ । দৈরখ সমরে
 করিতে তইবে জয়— (মানিবে বশতা) ।

হইয়াছে জীর্ণ, পূৰ্বতন কলেবর,
 নাহলে বাজীকরণ—পুনৰ্কার বল
 সকার । হইবে বিলুপ্ত গৌরব নাম ।
 হও সংস্কৃত, আপন শক্তিতে আবার;
 সময়োপযোগী সজ্জা করি পরিধান ।
 দেখুক জগত, এখনো আছে জীবন । (৪০)

জন্মস্থান গীত ।

আনন্দ আকর, সুখ বুদ্ধিকর,
 জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন ।
 বৃদ্ধি বিরাজিত, ঋদ্ধি সমন্বিত,
 জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন ।
 বালক বোধন, বৃদ্ধ বিনোদন,
 বুবজন মন, দীপন মোদন,
 সকল রঞ্জন, বিকল গঞ্জন,
 জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন ।
 প্রবাল পলল, মলয় শীতল,
 সুজল সুফল, পূর্ণ পরিমল,
 নন্দন নিন্দিত, সুন্দর শোভিত,
 জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন ।

পল্লব প্রসূন পাদপ রঞ্জিত,
ললিত লতিকা প্রতান ভূষিত,
অখণ্ড খণ্ডিত, মাধুরী মণ্ডিত,

জন্মস্থান মম, প্রাণ প্রসাদন ।

হাসন ভাষণ পালন পোষণ,
অশন বসন দান পরায়ণ
মানস মোহন, রস নিকেতন,

জন্মস্থান মম প্রাণ প্রসাদন ।

শ্রাম শত্রু ক্ষেত্র নেত্র সুশোভন,
উত্তম ঔষধি গিরি, নদী, বন,
চির সুখ ধাম, স্বর্গ ভূমি নাম,

জন্ম ভূমি মম, প্রাণ প্রসাদন । (৪১)

ভারত সঙ্গীত

দেব গিরী বিভাস—একতালা !

ভারত সঙ্গান, হও এক প্রাণ.

গাও গাও গাও ভারতের গান ।

ভারত বরষ, আনন্দ হরষ,

সাদরে সতত, করিতেছে দান ।

ভারতের মাটি করে বিতরণ,
শস্ত্র রত্ন সহ রজত কাঞ্চন,
তোমারি হইয়া, ভালটি ভাসিয়া.

উন্নতের জ্বালা, করে নিবারণ ।

খোল খোল খোল হৃদয়ের দ্বার,
শয্যাটি ছাড়িয়া উঠ একবার,
দেখুক জগৎ এখনো ভারত

নহে নিভ্রাণত, আছে সে জীবন ।

করিয়া উত্থান কর এই পণ,
করিলে দেশের হিত আমরণ
পরের বসন, পরের ভূষণ,

করবেনা কেহ অজ্ঞেতে ধারণ ।

মাতৃ পদ তলে মস্তক রাখিয়া,
হও দলবদ্ধ সকলে মিলিয়া
করিতে উন্নত, কৃষকে মতত,

কৃষক দেশের দেহ প্রাণ মন ।

বাক্য বিন্যাসেত বাড়িবেনা বল,
শিক্ষা দীক্ষা সব হইবে শিক্ষণ,
অকুষ্ঠান ব্রত, না হলে নিয়ত,

হবেনা হবেনা, উন্নতি কখন ।

প্রিয়তম বন্ধু কৃষক সবার
 যোগায় বসন যোগায় আহার,
 কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, কৃষক নিচয়ে,
 ভ্রমেও কর কি, প্রিয় সম্বোধন ।
 কৃষকের যত হবে অমঙ্গল,
 যাটবে তোমরা তত রসাতল,
 না কাটিয়েঁ কাল, ধর দেখি হাল,
 থাকিলে দেশের হিতে আকিঞ্চন ।
 স্বর্গ হতে শ্রেষ্ঠ প্রিয় জন্মস্থান
 গাইলেও মুখে লক্ষ লক্ষ গান,
 না হলে বিস্তার, শিল্পের প্রচার,
 কৃষীর উন্নতি, নিশ্চয় পতন ।
 থাকে যদি প্রাণ, মঙ্গলের আশা,
 জনম ভূমির, লও ভাল বাসা,
 হও ভাগ্যবান, ভারত সজ্জন
 জননীর ধন, করিয়া গ্রহণ । (৪২)

সেবক সেনার প্রতি ।

বাজিল বাজিল সিজা ঢাক ঢোল,
 সেবকের দল, হও অগ্রগর,

ধর ধরশাণ, অহুরাগ বাণ,

জীবন সংগ্রাম-বড় ভয়ঙ্কর ।

দেখ দেখে অই পরশ্রী কাতর,

হানিছে গোপনে হুচী মুখ শর,

কর্তব্য সাধনে, ধাও এক মনে,

হইবে তাহারা, অধীন কিঙ্কর ।

দেখ দেখে অই ধনুক ধরিয়া,

নিন্দুকের দল আছে দাঁড়াইয়া,

নির্ভয় অন্তরে, তাহাদের পরে,

বে'ছে বে'ছে মার, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শর ।

দেখ দেখে অই নিপদ বিলাস,

আছে দাঁড়াইয়া করিতে বিনাশ,

অসি নিক্ষেপিয়া তাদেরে শাসিয়া,

কর কর কর, সাহসে নির্ভর ।

দেখ দেখে অই আসিয়াছে রণে,

মাৎসর্য্য মহিষ অনিষ্ট সাধনে,

বিপুল বিক্রমে, কৌশল উদ্যমে,

তাহাকেও কর, বিপন্ন কাতর ।

অই দেখে ত্রিংশা কেশরী কুমার,

আছে দাঁড়াইয়া করিতে সংহার,

অনুরাগ ভরে, উঠ অসী করে,
দেখিবে কেশরী, নহে ভয়ঙ্কর : (৪৩)

তোষামোদ ।

আহা মরি তোষামোদ ! কিগুণ তোমার,
দিয়াছ উত্তম শিক্ষা, বঙ্গ পুত্রে তুমি ।
থাকিলেও রক্ত মাংস বিপুল শরীরে,
হয়েছে তোমার দাস— নিরুদ্যম, ভীকু,
অতি লঘু । নাই উর্দ্ধ দৃষ্টি, উচ্চ ভাব ।
ধনী কি নির্ধন, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত,
সবাকার সমগতি— কথার পণ্ডিত ।
নাই কার্ণেয়র ক্ষমতা— পূর্ণ পরাভূত
জীবন সংগ্রামে । চাটুকান্ন বিশেষিত ;
সম্মুখে অনল কুণ্ড— পশ্চাতে আঁধার ।
কি আঁকিব চিত্র আর বল না বাঙ্গালি !
কোন্‌তে হুঃখে বলি আজি বিধাতার কাছে—
—হউক প্রলয়, করুক বিনষ্ট বঙ্গ,
বঙ্গবারিনিধি, হউক পুনঃ পত্তন । (৪৪)

বঙ্গ জননী ।

বঙ্গ জননীর, আঁখিভরা নীর পারিনা হেরিতে আর ।
 নাহিক মায়ের, বদনেতে হাসি, আঁখিতে অশ্রু আসার ॥
 শিক্ষাতে সন্তান, হইবে উন্নত, ছিল আশা জননীর ।
 ভাগ্য দোষে হয়, হইল বিফল, ষটিল হুঃখ গভীর ॥
 জাগ জাগ জাগ, বাঙ্গালি বালক, কর মায়ের অর্চনা,
 হইবে মঙ্গল, হাসিবে জননী, ঘুচিবে হুঃখ বেদনা ॥
 হইবে আবার, স্বরে স্বরে ধ্বনি, বাণিজ্যে লক্ষীর বাস ।
 হইলে প্রফুল্ল, কুবকের মুখ, আসিবে আবার হাস ॥
 বুঝিবে আবার, ঘুণাই কেবল, লাভ নৃপতি সেবার ।
 বলিবে সকলে, স্বরে স্বরে পুনঃ, নাহিক লাভ ভিক্ষায় ॥ (৪৫)

ভূতলে অধম বাঙ্গালী জাতি ।

পারিনা পারিনা পারিনা যে আর
 দেখিতে আঁখিতে পাপ ব্যভিচার,
 হয়েছে অসহ, অত্যাচার জালা—
 দেখরে দেখ অনন্ত মায়াতি ।
 ছাড়িছে বিষাদ নয়নের জল,
 কুৎসার কাহিনী স্মরিয়া কেবল

সম পুরে অই, বলিছে সকলে,

ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি ॥

হায় হায় হায় একি সর্বনাশ

উঠিল উঠিল মাতৃ ভূমে বাস,

নাহিক আচার, নাহিক বিচার,

নিবিল নিবিল মোহাগ বাতি ।

নূতন সভ্যতা করিয়া প্রবেশ,

মজাইল দেশ, ঘটাইল ক্লেশ,

অনুকার মদে, মাতিল সকল

ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি ।

পরিবর্তনের ধু'য়াটি ধরিয়া,

আনন্দে বাঙ্গালি উঠিল নাচিয়া,

ধরিল কোতুকে বাঙ্গালি যুবক,

বিলাস বালার মস্তকে ছাতি ।

পরিচর্যা ব্রত গ্রহণ করিয়া,

কর্তব্যাবিকার গিয়াছে ভুলিয়া,

মজিয়ে নিজেরা মাজাইল দেশ,

ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি ।

আগেওত ছিল স্ত্রী শিক্ষা পদ্ধতি,

স্বামীতে জায়াতে মিশামিনি অতি,

ছিলনা ছিলনা মহলে মহলে,

বিবাদ খেদ এত দিবারাতি ।

হুঃখের কাহিনী পারিনা কহিতে

মনেলয় ভাঙ্গি মস্তক মুষ্টিতে

ষটাল এদশা ষরে ষরে অই,

ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি ।

দেখনা দেখনা বাঙ্গালি সন্তান

আত্মজ্রোহ ব্রত কর সমাধান,

বক্তৃতা বহ্নিতে, জ্বালাইয়া দেশ,

পুড়িছ কুমারে মারিছ নাতি ॥

চিতা ভস্মে পূর্ণ, হইলরে দেশ,

কথায় কি কব করিয়া বিশেষ,

আজি নয় কালি, মুখ হবে কালি

ভূতলে অধম বাঙ্গালি জাতি ।

ভ্রাতার সর্বস্ব করিয়া হরণ

ধন্য ধন্য তুমি, ধন্য মহাজন,

কুসীদ জীবীর আদর্শ উজ্জল,

কি আঁকির ছবি, কি দিব ভাতি ।

ছাড়রে ছাড়রে বধূর অঞ্চল,

শিক্ষিত গর্বিত বাঙ্গালি সকল,

শুন কর্ণ পাতি—বলে বিশ্ব বাসী

ভূতলে অধম বাঙ্গালিজাতি । (৪৬)

মহাবাণী ।

একদা নিশিতে দেখিল শুভ স্বপন,

মোহ বিজড়িত প্রাণ, করিল শ্রবণ,

মহাবাণী এক—বীণা বিনিমিত ধ্বনি ।

—“জাগমা জাগনা ভারত ললনা, রবে

কভ নিদ্রাবেশে আর, হইয়া শিক্ষিতা,

শিখাও সন্তানে, পাশ্চাত্য সভ্যতা জ্ঞান ।

করনা গ্রহণ, দেশের মঙ্গল ব্রত,

হওনা দীক্ষিতা, কর্তব্যাদিকার মন্ড্রে,

কেন দাসীপণা—কেন ভোগের ভানিনী ?

হও বীর মাতা, বীরের গেহিনী বীরা,

না জাগিলে নারীকুল—ভাঙ্গিবেনা নিদ্রা

কোন দিন, কোন কালে ভারত বাসীর ।”

ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর—বিস্তম্বিত আঁধি ;

দেখিল সম্মুখে এক—দরিদ্র দম্পতি । (৪৭)

শ্রীরামমোহন ।

হিন্দুর নরক, যবনের জাহান্নাম,
 খৃষ্টানের হেল হইতেও ভয়ানক,
 হয়েছিল অতি ভারতের পুণ্য ভূমি ।
 দেখিয়া দেশের দশা, ধর্ম্মের অবস্থা,
 কেঁদেছিল তব প্রাণ, শ্রীরামমোহন ।
 দলিতে দুঃখতি দলে, ধরি ছিলে অশী—
 বিপুল বিক্রমে বলবান বীর সম ।
 করিতে দেশের হিত, স্বজন মঙ্গল,
 যাইয়া ইংলণ্ডে, ত্যজিলে মানব দেহ,
 বুষ্টলের ভীমকক্ষে । অলোকসামান্য
 তরু হইল বিনাশ । কাঁদিল ভারত,
 ইউরোপ, এমেরিকা, নিদারুণ শোকে ।
 গিয়াছ রাখিয়া কীর্তি, ধ্বনিছে সমাধি
 তব,— নয়নাই তুমি, রয়েছে জীবিত । (৪৮)

ইংলণ্ড ।

লওহে লও ইংলণ্ড ! লও উপহার ।
 ছিলাম তিমির গর্ভে, বহুদিন হায় —

একাণ্ড প্রস্তর চাপা । নাহি ছিল জ্ঞান ।
 করেছ সিংহ বিক্রমে তুমিই উদ্ধার ।
 দেখিতে পেতেছি আলোক রেখা আঁখিতে ।
 নাই আর কারাবাস, অথবা পীড়ন,
 অসম্ভব অত্যাচার, গিরাছে বিপদ ।
 তুমি উদ্ধারক, আমি পতিত অধম,
 তুমি শিক্ষাদাতা গুরু, আমি দীন শিষ্য,
 তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি মহীপতি,
 আমি ক্ষুদ্র প্রজা, পারি না ভুলিতে কৃপা ।
 ভাইতো ইংলণ্ড বলি প্রণিপাত করি ।
 লও কৃতজ্ঞতা, রাজ ভক্তি উপহার । (৪৯)

সজ্জ ।

শ্রীক্ষেত্র বৌদ্ধ বিহার— অতি পূণ্য তীর্থ,
 ছিল শোভাময় মূর্তি— বুদ্ধ, ধর্ম, সজ্জ ।
 মধ্যস্থলে ধর্ম মূর্তি— রমণী স্বরূপা,
 দক্ষিণেতে বুদ্ধদেব, বাম পার্শ্বে সজ্জ ।
 স্বার্থাক, চরিত্র হীন বৌদ্ধদ্রোহীগণ
 করিয়া বিহার নষ্ট— অধর্ম আচরি,

রে'খেছে অকীৰ্ত্তি ; করি বুদ্ধে জগন্নাথ,
 ধর্মকে সুভদ্রা, সজ্জ্ব বলরাম । কিন্তু
 আজিও দিতেছে সাক্ষা, জগন্নাথ বুদ্ধ
 অবতার— লজ্জাকর পুরাতন কথা,
 দ্বার্থপর ধর্মদ্রোহী কপটআচারি !
 যা হবার হইয়াছে, ছাড় কপটতা ;
 হও ধর্ম পরায়ণ, সঙ্গ কর সজ্জ্ব
 সহ; ধর্মের পতাকা হইবে উড্ডীন ।

ধর্ম ।

করেছ সহ অনেক ; আজিও রয়েছে
 ধর্ম ! অজ্ঞেতে তোমার সে চিহ্ন বিস্তর
 করিয়াছ সহ, পঞ্চমকার সাধন ;
 করিয়াছ সহ, নবির অসীধারণ ;
 করিয়াছ সহ, গোপের টীকেট দান,
 করিয়াছ সহ, কিশোরী ভজন কাণ্ড ;
 নরাস্থিতে আহা, খেলার পাশা নিৰ্ম্মাণ ;
 করিয়াছ সহ, কর্ত্তাভজা, সন্ন্যাসীর
 চক্রবেলা—পারিনা কহিতে অশ্লীলতা ।
 তোমার নিকট ধর্ম মানিয়াছে হা'র—

বিশ্বের মানব । হয় নাই ধৈর্য্যচ্যুতি
তব ; রহিয়াছ স্থির । সাজিয়াছ কভু
শুদ্ধ নিরমল ; কখন গিশাচ মূর্তি ।
এবে আকিঞ্চন, ধর শুভ সত্যবেশ । (৫১)

রাজা ।

দরিদ্র প্রজার অর্থ গ্রহণ পারগ !
দণ্ডধারী বিচারক, তুমিই পালক ।
প্রজার হিতার্থ করি রাজস্ব গ্রহণ,
কেন কর সর্বনাশ, অপব্যবহার—
এমোদ উদ্যানে, ভোগ বিলাসেতে ব্যয় ?
প্রচণ্ড প্রতাপতন ; হইলেও তুমি
পীড়নক অত্যাচারী—মূর্খ অর্কচীন
তথাপি পূজাই তুমি— ধর্ম্ম অবতার ।
প্রকট বিকট মূর্তি, রক্ত জবা আঁধি,
ভীষ্ম দৃষ্টি ভয়ঙ্কর—অতি ভয়ঙ্কর ।
গণেনা গলেনা প্রজার ক্রন্দনে তব,
কঠিন পাষণ হিয়া । কর সংগ্রাহক,
প্রজার প্রহরী তুমি ; কেন এত গর্ব্ব ?
আছে ধর্ম্ম পৃথিবীতে, রাখিও স্মরণ । (৫২)

একেতিন তিনেএক ।

তিনে এক, একে তিন কথাটা হইলে
 ঠিক । চীন, জাপান, শ্রাম হগেঙ তিন,
 অবশ্য হইবে এক ; উড়াবে পতাকা,
 দেখাবে বৌদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম ।
 চীনের কোশল, শ্রামের সাহস বীৰ্য্য,
 জাপানের বুদ্ধি, হইবে যখন এক,
 বৌদ্ধ অগতের মধ্যাহ্ন মার্ভগু রশ্মি,
 রবেনা তখন ঢাকা ; হবে উদ্ভাসিত ।
 জাপান ত্রীবুদ্ধ, চীন ধর্ম, শ্রাম সজ্য ।
 লভিবে একত্রে যবে পাশ্চাত্য সভ্যতা,
 হবে উন্নত তখন, দিবে শিক্ষা সেই
 অপূর্ব অমাত্মধর্ম, অমিত বিক্রমে ।
 দিবেনা সলিল—উৎসাহ অগ্নি শিখায় ;
 কবির কল্পনা—দিব্য আকাশ কুসুম । (৫৩)

পূর্ব ও পশ্চিম ।

উঠিয়া পূর্ব আকাশে বিভাবসু যথা,
 করে পশ্চিমে প্রয়াণ ; তেমতি বিশ্বের

জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, বিদ্যা ধর্ম যত,
 নবরাগে উজলিয়া পূরব প্রদেশ ।
 গিয়াছে এখন স্বাভীচ্য প্রদেশে হায় ।
 বিতরিছে ওভা মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম,
 পূর্বদেশ নিদ্রা অন্ধে ; যেন দিবা শেষে
 পেয়েছে শুভ যামিনী—সুখের শয়ন ।
 গেল কত অমাবস্যা — কত পূর্ণমাসী,
 ভাগ্নিলনা নিদ্রাতরু—মহানিদ্রা যেন ।
 মহামোহ অন্ধকারে সমাবৃত পূর্ব—
 —দেশ, ছাড়িছেন মোহনিদ্রা—স্বপ্নাবেশে
 কহিছে আবার, কত কল্পনার কথা ।
 হাসে আর কঁাদে কবি, দে'থে ব্যবহার । (৫৪)

নারী ।

তুমি নারী নানামূর্তি অনন্ত রূপিনি !
 কখন ভৈরবী তুমি, কভু বিনোদিনী ॥
 কখন অবলা তুমি, কখন প্রবলা ।
 কখন চঞ্চলা তুমি, কখন অচলা ॥

কখন অরূপা তুমি, শাস্তি প্রদায়িনী ।
 কখন বিরূপা তুমি, বিদ্যা বিমর্দিনী ॥
 তুমি নারী মহামায়া, সোহাগশালিনী ।
 তুমি নারী শান্তিরূপা, ভয় বিনাশিনী,
 তুমি নারী জগদ্ধাত্রী, সংসার ধারিণী ।
 তুমি নারী ভয়ঙ্করী, সংহারকারিণী ॥
 তুমি নারী সিদ্ধহতা, মাধব মোহিনী ।
 তুমি নারী পৃথ্বীকন্ঠা, জনম দুঃখিনী ॥
 তুমি নারী সমভাজ, স্বামী সোহাগিনী ।
 তুমি নারী জয়নব, বিশ্বাসঘাতিণী ॥
 তোমা হতে কুরুক্ষেত্র, হয়েছে শ্মশান ।
 তোমা হতে কারথেজ ভয়ানক স্থান ॥
 তোমা হতে তুরঙ্গিনী, পাইয়াছে জ্ঞান ।
 তোমা হতে সূর্য্যবংশ, পেয়েছে কল্যাণ ॥
 তোমা হতে ভীম সিংহ হয়েছে উদ্ধার ।
 তোমা হতে হইয়াছে সিরাজ সংহার ॥
 তাইতো তোমাকে নারী মিনতি আমার ।
 করোনা করোনা দাস, করি নমস্কার ॥ (৫৫)

ভজন গীতি ।

(বিঁবিট—একতালা ।)

তুমি সত্য, তুমি নিত্য, তুমি সর্ব-মূল্যদায় ।
 তুমি স্থূল, তুমি সূক্ষ্ম ভজনা করিতোমার ।
 তুমি পাণ সর্বসার, বীজ অচ্যুত অক্ষর,
 অবিকার অবিনাশ, ভজনা করি তোমার ।
 তুমিই জ্ঞান বিজ্ঞান, বিদ্যাবল কবীশ্বর,
 চিত্তেকার শিল্পীস্বর, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি ব্রহ্ম, তুমি জ্যোতি, প্রাচীন পরাৎপর,
 নিরঞ্জন নিরাধার, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি আনন্দ-আকর, প্রেমিক প্রিয় দর্শন,
 প্রীতিকর প্রিয়স্বর, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি অরূপ অশব্দ, নিরাকার অবর্ণক,
 ধ্যানগম্য গুণাশ্রয়, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি অমৃত ঈশ্বর, মৃত্যু ব্যাধি বিনাশক,
 পাপ তাপ প্রশমন, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি শান্তি শান্তিনাথ, চির শান্তি বিধায়ক,
 পাপনাশকরদেব, ভজনা করি তোমার ।

তুমি শিব শুভকর, মঙ্গল মঙ্গলালয়,
 সুন্দর শাস্ত্রত দিব্য, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি অদ্বৈত ঈশ্বর, বিভূ ত্রিভুবনাদিপ,
 দ্বৈতাদ্বৈত স্বরূপক, ভজনা করি তোমার ।
 তুমি শুদ্ধ পাপহীন, পূণ্যপ্রদ সুনির্মল
 অপাপ ব্রহ্ম নিষ্কল, ভজনা করি তোমার । (৫৬)

কার্য্য ।

শরীর ধারণ, সংসার বন্ধন, মহালীলা নিদাতার ।
 তাহাতে মগন, হয় যেই জন, সফল জীবন তার ॥
 জীবন মরণ, আদেশ পালন, নিশ্চয় বিধান নীতি ;
 এসেছি আদেশে, বাটব আদেশে, আদেশে করি সংসার ।
 বিয়োগ মিলন, আশোদ বন্ধন, বিষয় ভোগ সম্মান ;
 আদেশ গ্রহণ, আদেশ পালন, নাহি জানি সমাচার ।
 করাতেছে বলি, বাইতেছি করি, কুলূর বলদ প্রায় ;
 পারিণা ছাড়িতে, পারিণা বোধিতে, নাই কর্তৃত্ব আমার ।
 প্রাসাদ মন্দিরে, পরণ কুটার, তাঁহারি কার্য্য কোশল ;
 বিজন বিপিনে, তটিনী পুণিনে, কার্য্যোরি খেলা অপার ।
 যে কার্য্য যখন, করি সম্পাদন, সকলি তাঁহার কাজ ;
 আমিও তাঁহার, তিনিও আমার, হুইবে কার্য্য কাহার ।

উঠিতে বসিতে, খাইতে শুইতে, করি তাঁরি উপাসনা ;
 ভোজন আহতি, শয়ন প্রণতি, চিন্তা ধ্যান পূজা তাঁর ।
 বিটপী রসাল, সংসার বিশাল, অতিশয় মনোহর ;
 অমৃতে মধুর, তাগাতে প্রচুর, কর্ম ফল চমৎকার ।
 করিছে ভক্ষণ, সেফল লোভন, ভুবনবাসী সকলে ;
 আঁধার আলোকে, সুরনরলোকে, করে ভোগ অনিবার ।
 হও নিরন্তর, কার্ষোক্তে মগন, পাপিষ্ঠ প্রাণ আমার ;
 সংসার যাহার, কার্য্যও তাঁহার, করিলে তিনি উদ্ধার । (৫৭)

প্রেমানন্দ ।

- ১। সখা প্রাণেশ্বর, স্বর্গের ঈশ্বর,
 প্রেমানন্দে তার, পূর্ণ চরাচর,
 প্রাণের ভিতর, খেলে নিরন্তর,
 প্রেমের তরঙ্গ, প্রেমের অঙ্গার ।
- ২। প্রেমানন্দে তাঁর—দেখ রত্নাকর,
 ধরিয়া বিশাল ভীম কলেবর,
 থাকিয়া থাকিয়া, উঠে উথলিয়া,
 হেরিতে বিভূর বিভা চমৎকার ।
- ৩। প্রেমানন্দে তাঁর— ধায় প্রোতস্বতী,
 দেখিতে সখার স্নানর মুরতি,

কবিতা-শতক ।

কলকল তানে, মত্ত তাঁর গানে,

করিয়া ভীরেতে সুষমা বিস্তার ।

৪ । প্রেমানন্দে তাঁর— দেখ বিভাকর,

দেখিতে বিভূর মূর্তি সুন্দর,

ভাতিয়া ভুবন, ঢালিছে কিরণ,

বাসনা কেবল দর্শন ধাতার ।

৫ । প্রেমানন্দে তাঁর—দেখ শশধর,

নিশিথে জালিয়া আলোক সুন্দর,

খুজিছে উল্লাসে, সুনীল আকাশে,

প্রাণের দেবতা করিয়া ভ্রমণ ।

৬ । প্রেমানন্দে তাঁর— দেখনা অম্বর,

নক্ষত্র তারকা আমোদে বিহরে,

তাঁহারি লাগিয়া, ছুটিয়া ছুটিয়া,

এদিগ ওদিগ করে অন্বেষণ ।

৭ । প্রেমানন্দে তাঁর— পর্ত্ত শিখর,

হয়েছে উন্নত ভেদিয়া অম্বর,

অভিলাষ মনে, বিভূর চরণে,

করিবে প্রণাম— দেখাবে হৃদয় ।

৮ । প্রেমানন্দে তাঁর— বিটপী শোভন,

নানা ফল ফল করে বিতরণ,

ধরি শোভাময়, চারু কিসলয়,

ঢালিছে মাধুরী সকল সময় ।

৯। প্রেমানন্দে তাঁর—ব্রততী কেমন,

করিছে দেখনা পাদপে বেষ্টন,

উঠিছে বাহিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,

আকাজ্জ কামনা প্রিয় দরশন ।

১০। প্রেমানন্দে, তাঁর—বিহঙ্গমগণ,

গগনে গগনে করিছে ভ্রমণ,

আকাজ্জ কেবল, ভকত বৎসল,

হেরিবে নয়নে জুড়াইবে মন ।

১১। প্রেমানন্দে তাঁর—পশু পুঞ্জগণ,

নিহরে কাননে দেখ গর্বজন,

প্রবল বাসনা, আশা উদ্দীপনা,

পাইবে দেখিতে প্রাণের ঈশ্বর ।

১২। প্রেমানন্দে তাঁর—মুনি ঋষি ষতি,

দেখনা করিছে কাননে বসতি,

স্বর্গীয় উল্লাসে, অবিরত হাসে,

প্রভু দরশনে প্রমত্ত অন্তর ।

১৩। হেন প্রেমানন্দ ত্যজিয়া মানব,

রহিলে কোণায়, কি গেয়ে বৈভব,

মেলিয়া নয়ন, কররে দীর্শন,

সম্মুখে তোমার প্রাণের জীশ্বর ।

১৪ । আনন্দ আনিতে ডাকিছে সবার,

করুণা করিয়া সে বিভূ রূপায়,

উঠিয়া সত্বর, হও অগ্রসর,

লও লও লও প্রেমানন্দে বর ।

১৫ । পাইলে সে বর, ঘুচিবে আঁধার,

যাবে হৃৎ তাপ হৃদয় বিকার,

উঠিবে সত্বরে, হৃদয় অন্বরে,

এক যোগে তব, শশীদিবাকর ।

১৬ । প্রেমানন্দ রসে হইলে মগন,

পাবে পবিত্রতা দিব্য আঁধি মন,

পাইবে দেখিতে, মানব আঁপিতে,

পরম সুন্দর, প্রাণের জীশ্বর ।

১৭ । ছাড়ি অহঙ্কার—অগ্নি প্রভাব,

পাইলে সরল স্বর্গীয় স্বভাব,

পাইবে দেখিতে, মানব আঁপিতে,

পরম সুন্দর, প্রাণের জীশ্বর ।

১৮ । বিভূ পদরজ, করিয়া গ্রহণ,

সেবা সাধনার হইলে মগন,

পাইবে দেখিতে, মানব আঁখিতে,

পরম সুন্দর প্রাণের ঈশ্বর । (৫৮)

স্বাধি বাক্য ।

ব্রহ্ম মিষ্ট গুণী হবে, নিত্য ব্রহ্ম পরায়ণ ।

করিবে সমস্ত কৰ্ম, সেই ব্রহ্মেতে অর্পণ ॥

জলাশয়, মেতু, পথ, পাদপ, বিশ্রামআগার ।

যে করে প্রতিষ্ঠা নাকি লোকত্রয় জিত তার ॥

সত্যই ব্রত যাহার, দীনেতে দয়া অপার,

কাম ক্রোধ বশে যার লোকত্রয় জিত তার ॥

পর নারী, পর দ্রব্যো, বিরাগ নিস্পৃহা যার ।

হিংসা দম্ব হীন যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥

নাহিক রণেতে ভয়, কিম্বা পৃষ্ট ভঙ্গ যার,

ধর্ম যুদ্ধে হত যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥

অগন্ধিক শ্রদ্ধাবান, যেই শাস্ত শুদ্ধাচার ।

ভকত বিশ্বাসী যেবা, লোকত্রয় জিত তার ॥

সমস্তে সমান দৃষ্টি, রাখি যেরা অনিবার ।

করে সংসারের কৰ্ম, লোকত্রয় জিত তার ॥

অজয় অমর সম, কর বিদ্যার্থ অর্জন ।

ভাবিও ধর্ম চিন্তনে, ধরেছে কেশে শমন ॥ (৫৯)

স্বৰ্গ ।

কোথা মন প্রীতিকর স্বৰ্গ ? নাহি যথা
 জরা, মৃত্যু, পাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হিংসা, রাগ,
 চিন্তানী, অসুখ— বিহরে যথায় শান্তি ।
 বিরাজিত চিরদিন আনন্দ কানন
 যথা, শোভিত সুন্দর দীপ্তিময় স্থান ।
 বৃন্দারক বৃন্দ করে, অন্বেষণ যার ।
 মন প্রীতিকর স্বৰ্গ, খুজিলাম উদ্ধে ;
 খুজিলাম অধে ; মিলিলনা, কোথাও
 সেই সুখময় ভূমি—বলিল বিবেক
 ডাকি ; মূৰ্খ ! বুথাকর জন্ম, দেখে অই,
 জন্ম নভ মণ্ডলে—সেই সুখস্থান ।
 বিতরে সতত শান্তি—চিদানন্দ সুখ,
 কর যদি সাধু সঙ্গ, অবশ্য পাইবে
 শান্তি, নিত্য সুখ, পৃথিবী আনন্দ ময় । (৬০)

করিব কল্পনা ।

কখন হইবে বিশ্বের মানব—এক,
 ধর্ম পরায়ণ ? একজাতি, এক মজ্জ

দীক্ষিত । বলিবে, বিশ্বের মানব মুখে
 পিতাদেব পরেশ্বর । সমস্ত মানব
 ভাই । পেতেছে পিতার করুণা প্রসাদ—
 সকলেই সমভাবে— অনল, অনিল,
 আলোক, আঁধার, তৃপ্তি, নিদ্রা, অন্ন, জল ।
 স্মরণে মরণ জালা— হতেছে উদয়,
 সে মানব, মানবের হস্তারক । নাই
 একতা বন্ধন; সেই স্বর্গের সম্বন্ধ ।
 নিত্য দ্রোহপণা, হতেছে অতি সংগ্রাম ।
 তথাপি মানব কিস্ত— বটে এক জাতি ;
 ভ্রাতৃত্ব ব্যতীত কিবা করিব করুণা । (৬১)

মহা প্রতিজ্ঞা ।

দেশহিতে পরহিতে দিব আমি প্রাণ ।
 করিবনা নরহত্যা, জীব অকল্যাণ ॥
 জীবে দয়া নামে রুচি হলে মম ত্রুত ।
 মিথ্যাকথা পরিত্যাগ করিব সতত ॥
 করিবনা সুরাপান ভ্রমেও কখন ।
 চুরি ব্যভিচার যত্নে, করিব বর্জন ॥

দিব আমি ভালবাসা প্রতিবাসী জনে ।
 থাকিব সতত রত সত্যআলাপনে ॥
 করিবনা পরনিন্দা আমি কদাচন ।
 প্রীতিতে করিব পূজা প্রভুর চরণ ॥
 হবনা হবনা আমি বিলাসের দাস ।
 করিব করিব আমি, কশ্মের প্রয়াস ॥
 করিব আনন্দে নিত্য শীলতা রক্ষণ ।
 করিব ধর্ম প্রচার— যাবত জীবন ॥ (৬২)

প্রীতি উপহার ।

স্বর্গ উদ্যানের, পবিত্র কুসুম, করেছি আমি চয়ন ।
 অতি অনুরাগে, প্রীতি উপহার, দিলাম করি যতন ॥
 করিলে গ্রহণ, হইব কৃতার্থ, আনন্দে হাসিবে প্রাণ ।
 আরো হব সুখী, সুবোধ পাঠক, লইলে তাহার ভ্রাণ ॥
 করোনা গৌরব, পেয়ে রাজ্য ধন, হবে মৃত্যু এক দিন ।
 দেহ হতে প্রাণ, যাইবে খলিয়া, হইবে মাটিতে লীন ॥
 হবে এক গতি, ভিক্ষুক রাজার, রবেনা পার্থক্য হার ।
 বিশ্বের মানব, ছাড় মায়া মোহ, নজরে প্রভু পূজার ॥
 সময় প্রাক্ষণে, দুর্কল ষোটক, পারেনা করিতে কাজ ।
 না হলে সবল, শেষের সংগ্রামে, পাইবে বড়ই লাজ ॥

হয়না হয়না, পনীর বাসনা, বিনাশ বিধে কখন ।
 তৃপ্ত হয় সাধু, আপনার ধান্য, অগরে করি অর্পণ ॥
 মাণিলে শর্করা, নাহি হয় মিষ্ট— নিম্ন ফল কদাচন ।
 কদর্যা লোহাতে, না হয় নিশ্চিত, ভাল ভাল প্রহরণ ॥
 তেমতি পারেনা, সত্য ধর্ম দান, করিতে বিবরী জন ।
 চাও যদি মোক্ষ, কর সাধু সঙ্গ— পাবে ধর্ম নিত্য ধন ॥
 দুঃখেতে পড়িলে, দিওনা দিওনা, কাকেও দুঃখ কখন ।
 সখার সহিত, করিলে সখ্যতা, হবে দুঃখ বিমোচন ॥
 করোনা করোনা, দুঃখীকে পীড়ন, চাহিলে দয়া স্তোর ।
 দীনের সাহায্য, নিত্য ব্রত যার, স্বর্গের গৃহ তাহার ॥
 হয় নাই সৃষ্টি, প্রজা সাধারণ, করিতে রাজার পূজা ।
 মহীপাল রাজা, প্রজার রক্ষক, নীতিবাক্য এই সোজা ॥
 সর্বস্বাত্মবশ, স্নেহের নিদান, পরবশ দুঃখ অতি ।
 হইবে বহুধা, আত্মীয় কুটুম্ব, হইলে উদার মতি ॥
 উপাস্য দেবতা, এক মাত্র ধাতা— কর উপাসনা তাঁর ।
 হইবে কৃতার্থ, ধরা ধন্য স্থানী, রবেনা দুঃখ তোমার ॥ (৬৩)

ভিক্ষু ।

শ্রীশঙ্কর বুদ্ধের আজ্ঞা, মন্তকে লইয়া,

করেছ ভিক্ষু লঙ্ঘন ; অবলীলা ক্রমে

গভীর সমুদ্র, উন্নত গিরী শিখর,
 নদী, হ্রদ, কত, উড়াতে বৌদ্ধ পতাকা ।
 গিরিশ মিশর আদি কত জনপদ,
 করিয়াছ জয় । নির্ভিক ভিক্ষু তোমরা,
 হওনাই ভীত, শত্রু হস্তে দিতে প্রাণ ।
 কলম্বাসের অনেক পূর্বে তোমরাই,
 করিয়াছ, এমেরিকা আবিষ্কার, যেহে
 কামাস্‌থট্‌কা পথে, মার্কিং প্রদেশে ।
 কত দ্বীপ দেশ পাইয়াছে ধর্ম রত্ন,
 বুদ্ধদত্ত মহাধন, তোমাদের হাতে ।
 রেখেছ অক্ষয় কীর্তি ; পাও নাই তার,
 প্রতিদান কিছু ; ভারত কৃতজ্ঞ অতি । (৬৪)

বৌদ্ধ বিদ্রোহী ।

কি কব বৌদ্ধ বিদ্রোহী ! অতি অকৃতজ্ঞ,
 নির্ভূর তোমরা ; তোমরাই করিয়াছ,
 বিদ্রোহজ্ঞ অকৃত্রিম বৌদ্ধধর্ম নাশ ।
 করিয়াছ ভস্মীভূত বৌদ্ধ তীর্থ হার,

নাই সে কপিলাবন্ত, তীর্থসারনাথ,
 গির্গার, বৈশালী, কৌশিন্ধ্যা বিহার শত ।
 অকৃতজ্ঞ নরাধম তোমরা ভারত—
 বাসী । পেয়ে মহাবহু, দিয়াছ ফেলিয়া
 দূরে, অনোধ মর্কট মত । সে প্রতিভা ;—
 অবিদ্যা অস্তক সমাধি, ধ্যান, নির্ঝাঁপ,
 নাই ভারত বরষে । তথাপি হতেছে,
 আশা ; ভারত বুদ্ধের প্রিয় জন্মস্থান,
 হবে পাপ ক্ষয় । গাবে পুনঃ উচ্চকণ্ঠে
 জয় জয় শাক্য সিংহ, বুদ্ধ অবতার । (৬৫)

পরম মঙ্গল ।

পরম মঙ্গল সেই পরম মঙ্গল,
 অনুষ্ঠান ফল যার পরম মঙ্গল ।
 কুসঙ্গ পরিগজ্জন, সৃজন সঙ্গ গ্রহণ,
 পূজনীয় জনে পূজা পরম মঙ্গল ।
 প্রতিরূপ দেশে বাস, পূণ্য কর্মে অভিলাস,
 সাধু কর্মে মতিগতি পরম মঙ্গল ।
 ধর্ম শাস্ত্র নীতি শিক্ষা, সৌজন্ম বিনয় দীক্ষা,
 মিষ্ট বাক্য উদ্ভাষণ পরমমঙ্গল ।

পিতৃ মাতৃ আরাধনা, সন্তান পত্নী রক্ষণা
 নিরাকুল কর্মের রতি পরম মঙ্গল ।
 দান ধর্ম আচরণ, সজ্জন পোষা পালন,
 জ্ঞানী জনে সমাদর পরম মঙ্গল ।
 পাপ কার্যে অনাশক্তি, মদ্য সেবনে বিরক্তি,
 ইষ্ট কার্যে অপ্রমাদ পরম মঙ্গল ।
 ধার্মিক ধর্ম সম্মান, গুরু প্রেমে নিষ্ঠাবান,
 কৃতজ্ঞতা শুদ্ধাচার পরম মঙ্গল ।
 প্রতিজ্ঞাস্তি সুবচন, সাধু সজ্জন দর্শন,
 স্বধর্মের অধিধা তত্ত্ব পরম মঙ্গল ।
 ব্রহ্মচর্য সত্যজ্ঞান, নির্দোষের অনুষ্ঠান,
 তপস্যা ক্রিয়া সাধনা পরম মঙ্গল ।
 লোক ধর্মোত্তে বিরতি, দীর্ঘরে নির্ভর অতি,
 নির্যমলতা স্থিরবুদ্ধি পরম মঙ্গল ।
 ভজ ভকত বৎসল, হইবে অতি কুশল,
 পরম মঙ্গল সেই পরম মঙ্গল । (৬৬)

ধন্য সেই জন ।

ধন্য সেট জন, (১)

কমাশীল যেই প্রেমিক সজ্জন ।

জমা ধর্ম্য ব্রত, যে করে সতত,
পাইবে সেজন স্বর্গ সিংহাসন ॥

ধন্য সেই জন, (২)

যে জন ক্ষুধিত, তৃষিত ধরায় ।
ধরম চিন্তায়, জীবন কাটায়,
ধর্ম্য আলাপন করে পিপাসায় ॥

ধন্য সেই জন, (৩)

দয়ালু যেজন অবনী মাঝারে ।
দীনজনে যার, দয়া অনিবার,
তার জন্ত দূত দাঁড়া স্বর্গ দ্বারে ॥

ধন্য সেই জন, (৪)

শোকাক্ত নির্ম্মল অন্তর বাহার ।
ঈশ্বর ভজন, ঈশ্বর দর্শন,
ঘটিবে ঘটিবে জীবনে তাহার ॥

ধন্য সেই জন, (৫)

প্রবল বাহার মিলন বাসনা ।
প্রীতির বন্ধন, অপ্রীতি দলন,
করে নাকি বিশেষে যেজন কামনা ॥

ধন্য সেই জন, (৬)

পিতৃ, মাতৃ, ভক্ত বটে যেই জন ।

করি প্রাণপণ, মাঘের চরণ,
পিতার আদেশ যে করে পালন ॥

ধন্ত সেই জন, (৭)

নর হত্যাকারী নহে যেই জন ।
অন্তের জীবন, নিজের মতন,
করে নাকি যেনা সহিত দর্শন ॥

ধন্ত সেই জন, (৮)

ব্যভিচারে লীন নহে যেই জন ।
মাঘের মতন, যে করে তীক্ষণ,
পরনারী বৃন্দ সদা সর্বক্ষণ ॥

ধন্ত সেই জন, (৯)

না করে যেজন, পরস্ব হরণ ।
নাহি বাবতার, পরজবা যার,
সেইত পনিজ পুরুষ রতন ॥

ধন্ত সেই জন, (১০)

নিথ্যাবাদী নহে কদাচ যেজন ।
ভুলেও কখন, অনৃত বচন,
নাহি করে যেনা মুখে উচ্চারণ ॥

ধন্ত সেই জন, (১১)

ধর্মের লাগিয়া ভাঙিত যেজন ।

চলে কুচি মতে, সত্য ধর্ম পথে.

লাঞ্ছনা গঞ্জনা নাকরে গ্রহণ ॥

ধন্ত সেই জন, (১২)

ধরম চর্চাতে নিদিত যেজন ।

গাণি তিরস্কার, না করি বিচার,

করে নাকি যেন ধর্ম আচরণ ॥

ধন্ত সেই জন, (১৩)

স্থির চিত্ত যেই ধরম চিন্তায় ।

করে প্রাণপণ, পরম যতন,

অনুরক্ত যেন পত্নীর আশ্রয় ॥

ধন্ত সেই জন, (১৪)

মজেছে দীর্ঘর প্রেমেতে যেজন ।

প্রেমময় নাম, জপে অবিরাম,

নাহি শুনে গাণি নিদার বচন ॥

ধন্ত সেই জন, (১৫)

নাকরে যেজন দীর্ঘর সাক্ষাতে ।

অন্ত দেবতার, প্রভুত্ব স্বীকার,

নাহি করে যেন, পাকি ভজনাতে ॥

ধন্ত সেই জন, (১৬)

প্রতিবাসীগণে পীড়না যেজন !

যেই সাধু মতি, সযতনে অতি,
ঘরে ঘরে করে প্রেম বিতরণ ॥

ধৃত্য সেই জন, (১৭)

প্রতিহিংসাকারী নহে যেই জন ।
নয়নে নয়ন, দশনে দশন,
গ্রহণ বাসনা, যে করে বৈজ্ঞান ॥

ধৃত্য সেই জন, (১৮)

দক্ষিণ গণ্ডেতে আঘাত পাইয়া ।
বাম গণ্ডে যার, পাইতে প্রহার,
অক্ষুর হৃদয়ে দিতেছে পাতিয়া ॥

ধৃত্য সেই জন, (১৯)

যেজন বিবাদ বিনাশের ভরে ।
চাহিলে বসন, করে সমর্পণ,
মূল্যবান বস্ত্র, অঙ্গে আভরণ ॥

ধৃত্য সেই জন, (২০)

আক্রান্ত হইয়া অক্ষুব্ধ যেজন ।
অতি অত্যাচারী, আক্রমণকারী,
সঙ্গেতে লইয়া করে যে ভ্রমণ ॥

ধৃত্য সেই জন, (২১)

পরম যতনে শিখেছে যেজন ।

প্রেম সম্ভাষণ, প্রীতি আলিঙ্গন,
করিতে অরাতি সকলে অর্পণ ॥

ধন্য সেই জন, (২২)

শিখেছে যেজন ঈশ্বরে নির্ভর ।
মানস ভজন, আত্ম সমর্পণ,
করিয়াছে যেবা অভ্যাস সুন্দর ॥

ধন্য সেই জন, (২৩)

করেনা যেজন দেখাইতে নরে,
ঈশ্বর ভজনা, ঈশ্বর সাধনা ;
প্রেরণার পূজা যাহার অন্তরে ॥

ধন্য সেই জন, (২৪)

যেজন জগতে নামের লাগিয়া ।
নাহি করে দান, নহে গুণবান,
কাটে কাল যেবা গোপনে থাকিয়া ॥

ধন্য সেই জন, (২৫)

তত্ত্বজ্ঞ প্রবীণ যতাত্মা যেজন ।
যাহার হৃদয়, শুদ্ধ নিরাময়,
সর্বত্র যাহার নিবাস ভগন ॥

ধন্য সেই জন, (২৬)

ঈশ্বরের দয়া লভিয়া যেজন ।

বিনিময়ে তার, ডাকে বারবার,
জয় জয় ব্রহ্ম পরম কারণ ॥ (৬৭)

ইন্দ্রিয় দমন ।

ইন্দ্রিয় সকল বড়ই প্রবল,

করবে আয়ত্ত, করবে দমন ।

নতুনা তোমার, সুখের সংসার,

হইবে হইবে, অশ্রুধ ভবন ॥

বাক্য পাণি পাদ, উপস্থে তোমার,

রাগ রাগ বশে পায়ু অনিবার,

বিপরীতে তার, হঠাৎক সার,

জীবন মরণে অশ্রু বরিষণ ।

গেলরে বিফলে মানন জীবন,

সময় থাকিতে করবে দর্শন,

মন বুদ্ধি আর, চিত্ত অহঙ্কার,

রাগ বশীভূত হবেনা পতন ।

বিভূর নিভূতি করিতে জীর্ণ,

করবে নিরোগ যুগল নয়ন,

দেখিবে বিচিত্র স্বরূপের চিত্র,

হবে পুলকিত দেহ আত্মা মন ।

শুনিতে সত্য বিভূর বচন,

কররে নিযুক্ত তোমার শ্রবণ,

হয়ে যুক্ত পানি, বিবেকের বাণী,

কররে শ্রবণ ঘুচিবে বন্ধন ।

স্বর্গীয় পুষ্পের লইতে আশ্রয়,

রাখরে নাসিকা, জুড়াইবে প্রাণ,

বাস আকর্ষণ, প্রাশাস ফেপণ,

যোগ প্রাণায়াম কররে গ্রহণ ।

বিভূর ভানেতে হইয়া বিভোর,

রসনাতে গাঙ প্রণব মধুর,

ওঙ্কার নিনাদ, বিভূর প্রসাদ,

ধাইলে পালাবে হ্রস্ব শমন ।

প্রভু পরশনে রাখ যদি ত্বক,

মানব জীবন হইবে সার্থক,

শেষের সেদিন, বড়ই কঠিন,

রাখরে স্মরণ হইবে মোচন ॥ (৬৮)

বড় লোক ।

বড়লোক ! কনির কঠোর ক্ষীণস্বর,
 পৌছিবে কি কর্ণে তব । দূর দেশে হর্ষ
 তলে অহোরাত্র, অমাত্য বেষ্টিত তুমি ।
 বধির শ্রুতি যুগল, নাহিক অন্ধিতে
 দৃষ্টি । আমোদে উন্নত ভূমি, চাটুকারে—
 পরিপূর্ণ বিশ্রাম প্রকোষ্ঠ— বিদুষক
 মুখপাত্র । নাহি প্রবেশের অধিকার
 কর্তব্য কুশল স্বাধীন ব্যক্তির, দূরে
 বাক প্রতিপত্তি । তুমি আলানে আবদ্ধ
 করভ কুমার সম । সম্মুখে তোমার
 চাতুরালী করিছে চতুর, ঠকাতেছে
 ঠগ । পারনা করিতে কিছু, কলঙ্কেতে
 ব্যাপ্ত দেশ । কিগাবে কবি ? তবু ধনিল—
 —বড় শোক, বড় লোক কলঙ্কিত বহু । (৬৯)

আর্য্য

গাও গাও গাও আর্য্য গুণগান,
 আর্য্যপ্রেমে আজি মাতাইয়া প্রাণ

আর্থ্যের গৌরব, আর্থ্যের নৈভব,

আজিও ভুবনে আছে বিদ্যমান ।

আর্থ্য ঋষিদের বিজ্ঞান দর্শন,

অমৃতের ধারা করিছে বর্ষণ,

কর যদি পান, হইবে কল্যাণ,

হবেনা হবেনা দুঃখে স্রিয়মান ।

পরণ কুটীরে বসি ঋষিগণ,

গিয়াছে রাখিয়া যে মহা রতন,

করিলেও ব্যয়, হইবেনা ক্ষয়.

অক্ষয় সেধন অতি মূল্যবান ।

কেবলে তোমরা দরিদ্র কাঙ্গাল,

গৃহেতে প্রচুর মাণিক্য প্রবাল,

নয়ন মেলিয়া, দেখনা চাহিয়া—

মহাধনে ধনী তোমরা প্রধান ।

উঠেছে আকাশে উষার তপন,

নিশার আঁধার নাহিক এখন,

উঠনা হাসিয়া শয়ন তাজিয়া—

আর্য্যাবর্তবাসী আর্থ্যের সম্ভান ।

কবরে আবার ওকার বাক্যর,

হউক ধর্ম্মের মহিমা প্রচার.

হৃৎকল শরীরে, হইবে অচিরে,

বলের সঞ্চার বহু পরিমাণ । (৭০)

দু'দিকে আগুন ।

দু'দিকে আগুন, নেহারি নয়নে,

আতঙ্কে কাঁপিছে পরাণ আমার ।

আগুনের শিখা, বাড়িয়া বাড়িয়া,

ছাইছে আকাশ দহিছে সংসার ।

সম্মুখে পশ্চাতে, আগুনের খেলা,

জনমে মরণে আগুনের তাপ ।

তাতিয়া তাতিয়া, দেহটা আমার,

দহিছে আগুনে— পূর্ণ পরিভ্রাণ ।

জনমে আগুন, মরণে আগুন,

থাকিব আগুনে বাবৎ জীবন ।

পোড়া মন মোর, নাহি বুঝে কথা,

তথাপি করিছে শান্তি অবেষণ ?

যাহার আগুনে, জলিয়া পুড়িয়া,

মরিছে বাচিছে ধরাবাসী জন ।

সে শান্তি-সিঞ্চন, না করিলে দয়া,

হবেনা নির্দোষ দু'দিক দহন । (৭১)

বিপদ ।

শাস্তির জগতে, কে দিল চালিয়া,
 অশাস্তি, আপদ, বিপদের রাশি ।
 সুমন্ত পরানে লাগিল আঘাত,
 ভাঙ্গিল নগুর আমোদের হাসি ॥
 হিম্মার ভিতর বহিল প্রবল,
 ত্রাস তরঙ্গ চিন্তার তুফান ।
 কাপিল হৃদয়, টুটিল সাহস,
 বর বার বারি ছাড়িল নয়ান ॥
 দেখিতে দেখিতে সীড়া নিদারুণ,
 ধরিল আসিয়া জড়াবে আবার ।
 জীবন আশায়, নিরাশ হইয়া,
 নেহারি দিগন্ত আধার আধার ॥
 তখনি আসিয়া কাণে কাণে নোর,
 কছিল দিবেক মধুর বচন ।
 বিপদের কথা, বিপদের নাম,
 শুনেছ প্রাণে কর দরশন ।
 মহা ভয়ঙ্কর, বিপদ ভীষণ,
 শাসনের দণ্ড ভাবিওনা মনে ;

স্বর্গের সরণি কুশলের দ্বার,
 বিপদ কেবল বিদিত ভুবনে ।
 বিপদে, বিপদ করিয়া স্বরণ,
 আদরে ডাকিয়া কর আলিঙ্গন ।
 স্মৃতিতে বিপদ, পাইবে সান্ত্বনা,
 উদিকে অচিরে সৌভাগ্য তপন । (৭২)

জননী-জঠর ।

জননী-জঠর, কত ভয়ঙ্কর,
 দেখ কি ভাবিয়া মনরে আমার ?
 কতবা যাতনা, গর্ভকারাবাস,
 জনম ধারণ, জীবন সঞ্চার ?
 জঠর জ্বালায় জলিয়া জলিয়া,
 আসিলে ধরায় ফুটিল নয়ন ।
 কত বা কাঁদিলে স্মরি দুঃখ তাপ,
 জননীর কোলে করিয়া শয়ন ।
 প্রীষ প্ররিত জননী জঠরে,
 সয়েছিলে কত, যাতনা অপার,

থাকি দশ মাস দশ দিন হায়,
 করেছিলে কত খেদে হাহাকার ?
 মায়ের মোহন মায়াতে ভুলিয়া,
 ছাড়িলে ক্রন্দন, হাসিলে আবার ।
 গেল ছুঃখ তাপ জঠর যাতনা,
 পুলকে পুরিল হৃদয় তোমার ।
 মধুরসে ভরা মায়ের অন্তর,
 মধুরসে ভরা জননীর বোল ।
 মধুরসে ভরা মায়ের শরীর,
 মধুরসে ভরা জননীর কোল ।
 এ হেন মায়ের মধুমাখা অঙ্গে,
 গর্ত কারাবাস বড় ভয়ঙ্কর ।
 স্মরণে কাঁপিছে হিয়া থরথরি,
 অমৃতে গরল জননী জঠর ।
 জাননা কি মন, জননী জঠর,
 নিধাতা রচিত বন্ধন আলয় ।
 বেড়েছে বয়স পেকে গেছে কেশ,
 তবু কি হলোনা জ্ঞানের উদয় ।
 ভোগিতে নাহয় যাতে পুনর্বার,
 গর্ত কারাগারে নিরঞ্জন বাস ;

সমস্ত থাকিতে কর আয়োজন,

ছাড় ছাড় ছাড় মায়া মোহ পাশ। (৭৩)

অমৃতে-মধুর ।

অমৃতে মধুর নন্দন বন,

অমৃতে মধুর সরল মন ।

অমৃতে মধুর ধরম গীতি,

অমৃতে মধুর বঁধুরী প্রীতি ।

অমৃতে মধুর সাধন যোগ,

অমৃতে মধুর ভক্তের ভোগ ।

অমৃতে মধুর সাধক দল,

অমৃতে মধুর যোগীর বল ।

অমৃতে মধুর শান্তির ধারা,

অমৃতে মধুর সেবক ধারা ।

অমৃতে মধুর ভক্তের দৈত,

অমৃতে মধুর শান্তির পেহ ।

অমৃতে মধুর নীতির কথা,

অমৃতে মধুর প্রেমিক যথা ।

অমৃতে মধুর স্বরগ ধাম,

অমৃতে মধুর ব্রহ্মের নাম। (৭৪)

অমৃতে-গরল ।

অমৃতে গরল চাঁদের খোঁটা ।
 অমৃতে গরল মিলন বুটা ।
 অমৃতে গরল শঠের বোল ।
 অমৃতে গরল সখার ভুল ॥
 অমৃতে গরল কেকৌর ধ্বনি ।
 অমৃতে গরল ঘরের শনি ॥
 অমৃতে গরল বিষম মিল ।
 অমৃতে গরল বঁধুর ডিল ।
 অমৃতে গরল ভাদর কেঁটা,
 অমৃতে গরল বসন ঠেঁটি ।
 অমৃতে গরল সাধুর ছল,
 অমৃতে গরল মানুষ খল ।
 অমৃতে গরল ছিদ্র লোটা,
 অমৃতে গরল বুদ্ধির মোটা ।
 অমৃতে গরল আবের পোকা,
 অমৃতে গরল সন্তান বোকা । (৭৫

সেইত ভক্ত প্রধান

বাহার করণ প্রাণ, সেইত ভক্ত প্রধান,
 নাহিক বাহার ঘেব— সেইত ভক্ত প্রধান ।
 নাহিমান অপমান, অতিশয় অতিমান,
 আমিত্ব বর্জিত যেই, সেইত ভক্ত প্রধান ।
 সুখে দুঃখে একজ্ঞান, সুশীল চরিত্রবান,
 ভক্তান্ত ভ্যাগী যেই, সেইত ভক্ত প্রধান ।
 হর্ষ, ক্রোধ, ভয়মুক্ত, সদাশান্ত ধ্যানযুক্ত,
 সমদর্শী বিধে যেই, সেইত ভক্ত প্রধান ।
 ত্যাগশীল বুদ্ধিমান, সংযতাত্মা শুণবান,
 স্থিরচিত্ত যোগী যেই, সেইত ভক্ত প্রধান ।
 নাই যার পরবাস, নিয়ত বদনে হাস,
 নাহিক বাহার ঋণ, সেইত ভক্ত প্রধান । (৭৬)

কর্ম ও ধর্ম ।

কর্ম দারা কর্মলোক কর্ম কুটুম্ব বান্ধন,
 ইহ পরলোক কর্ম, সুখ দুঃখ দেয় সব ।
 কর্ম পূজা উপাসনা, কর্মই পরমধ্যান,
 কর্মেতে উন্নতি আর, কর্মে মুক্ত বন্ধ প্রাণ

ধর্ম্য গুরু সত্য এক, ধর্ম্য বলু পরাগতি,
 ধর্ম্য আত্মা, ধর্ম্য ক্রিয়া, ধর্ম্য তীর্থ পূণা অতি ।
 নাস্তিক সংশয় কিছু, সর্ব দেব ধর্ম্য ধন,
 সম্পদ নিপদ ধর্ম্য— বুঝা অধর্ম্য জীবন । (৭৭)

পাপ ও শৌচ ।

পাপ হইতে জন্মে বাধি— পাপেতে সজ্ঞাত জরা,
 পাপেতে দীনতা বটে— শোক দুঃখ ভয়ভরা,
 দোষনীজ অমঙ্গল, নৈরি, পাপ আচরণ,
 করেনা করেনা শাস্ত, করিতে স্বর্গ দর্শন ।
 সত্য শৌচ, মন শৌচ শৌচ ইন্দ্রিয় সংযম,
 সর্বভূতে দয়া শৌচ, সলিল শৌচ অগম ।
 পবিত্র ভট্টে সাধ, থাকিলে মন তোমার,
 হও শুদ্ধ শুচি ভূমি, কর সাধুন্যসংহার । (৭৮)

বিষয় ও মঙ্গল ।

করে এক জন্ম মাত্র,— পার্থিব বিষ হরণ,
 জন্ম জন্মান্তর হবে বিষয় বিষ ভীষণ ।

নাই বিদ্যা সম চক্ষু, নাই জ্ঞান সম বগ,
নাই রাগ সম দুঃখ, ত্যাগ সম সুমঙ্গল । (৭৯)

শাস্ত্র

অনন্ত শাস্ত্র, অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় ।
বহুবিধ বিদ্ব তাহে, অত্যন্ত সময় ॥
উপাসনা কর তাঁর, যিনি সত্য সার ।
নীর ফেলি ক্ষীর খায়, হংস বেত্রকার ॥ (৮০)

আরোগ্য ।

দেখনা বাঙ্গালি! পরিহরি পরিচ্ছদ,
পাণ্ডিত্যের অভিমান ; কঙ্কালাবশিষ্ট,
অঙ্গে, কি আছে পদার্থ—আৰ্ত্তনাদ ছাড়া ।
করে স্বাস্থ্য শাস্তিভোগ—বনে পশু পক্ষী,
থাকিয়া নিয়মে । গৃহে নাই জঠরান্ন,
তবু চাই, ভোমাদের চিকিৎসার অর্থ ।
আরোগ্য স্থখের মূল পড়িয়াছ মিথ্যা ;
কর নাই উপভোগ ; দেখ নাই মূর্ত্তি—

আছে দেখ, চক্ষু বার— আরোগ্যের দ্বারে,
দাঁড়া, বরুণ, বিদ্যাং, পাবক, পবন ।
প্রসারিয়া শূন্য মর্ত্য ; বিতরে আনন্দ,
প্তির লক্ষ, উর্দ্ধ দৃষ্টি, জাতীয়তা দর্শ্য ।
থাকিয়া নিয়মে দেখ, সেট মূর্ত্তি ঘরে । (৮১)

পারি না ।

পারিনা ভাঙ্গিতে আমি, বাগনার বর ।
পারিনা লজ্বিতে আমি, কুসঙ্গ সাগর ॥
পারিনা করিতে আমি, সংশয় ছেদন ।
পারিনা ছিড়িতে আমি, মায়াব বন্ধন ॥
পারিনা ধুইতে আমি, কলুষ কর্দম ।
পারিনা ধরিতে আমি, সাধনা উত্তম ॥
পারিনা মজিতে আমি, সেগক সেবায় ।
পারিনা বসিতে আমি, অর্চা অর্চনায় ॥
পারিনা সানিতে আমি, দেশের মঙ্গল ।
পারিনা রক্ষিতে আমি, অজ্ঞান কুশল ॥
পারিনা লইতে আমি, সত্যের আশ্রয় ।
পারিনা ত্যাগিতে আমি, লোক লজ্জা ভয় ॥

পারিনা লড়িতে আমি, রিপূর সহিত ।
পারিনা গাইতে আমি, ধরম সঙ্গীত ॥
পারিনা ছাড়িতে আমি, পারিনা পারিনা ।
কখন মানুষ হব, জানিনা জানিনা ॥ (৮২)

তবে কেন মায়া ?

ছাড়িতে চাইবে, সুখের সংসার,
পুত্র, বন্ধু, দারা—তবে কেন মায়া ?
যাউনে চনিয়া বিষয় নাসনা,
ভোগ অভিলাস—তবে কেন মায়া ?
নসিনে আসিয়া শমন শিওবে,
বলিবে স'রোষে উঠরে উঠরে,
রবেনা রবেনা আকাজ্জা কামনা,
যাইবে জীবন—তবে কেন মায়া ?
এসেছ একাকী যাইবে একাকী,
দেখিবে দেখিবে সমুদয় ফাকি,
স্বরগ দোরার হবেনা ভোগার,
মায়ার মায়াতে—তবে কেন মায়া ?

দেখনা দেখনা মেলিয়া নয়ন,
খসিবে খসিবে মায়ার বন্ধন,
মাটির শরীর মাটিতে মিশিবে,

রবেনা কিছুই—তবে কেন মায়া ? (৮৩)

উপাসনা ।

পরকালে স্বর্গাশ্রম, ঈশ্বর দর্শন,
চির শান্তি আশে, কর যদি উপাসনা ;
ছাড় হে সম্রাসী তবে, স্বার্থপরধ্যান ;
ছাড় হে নৈষ্কর্ষ তবে, নৈরাগ্য গ্রহণ ;
ছাড় হে ভাস্কর্য্য তবে, বলি বান্ধা ;
উদ্দেশ্যে সবার এক, গতি এক স্থানে ।
খুঁটান, মুণলমান, বোদ্ধের সহিত
হও এক প্রাণ । কর এক উপাসনা
স্বাধীন প্রমত্ত ভাবে—বিশ্ব দেবে স্রীতি
আর প্রিয় কার্য্য তাঁর । হও অগ্রসর ;
কর প্রাণান্ত প্রতিজ্ঞা—ঘুচাও কলঙ্ক ।
মানব, মানবে, ধর্ম্মযুদ্ধ গুরুতর ।
কি ভয় কাহাকে ; ঘটাব বিপ্লব । মৃত্যু
ভিন্ন, কিফল হইবে অগ্রসরে আর ? (৮৪)

কীর্তি ।

জীবন যৌবন যাইবে চলিয়া—

রবেনা রবেনা, কাহারো কথায় ।

মাটির মানুষ, মাটিতে নিশিবে,

মরিবে কাদিবে, কুরি হায় হায় ॥

অনিত্য ত্যজিয়া, হলে আত্মবান,

হইবে হইবে, কীর্তি স্থাপন ।

গাঠবে পাইবে— হাতে হাতে ফল—

নির্দোষ মুক্তি, আনন্দ কানন ॥

পার্থিব যশের, হইলে পাগল,

হইবে হইবে, অবশ্য পতন ।

লভিতে অক্ষয়, কীর্তি স্বর্গস্থল,

উন্নত মানব, হওরে মগন ॥ (৮৫)

কিবা হবে কাল ।

বলনা বলনা, কিবা হবে কাল ?

আধারে হবে কি আলো ?

আধারের বণি, এভাঙ্গা ছদয়,

কেওকি বাসিবে ভালো ?

হাতে পায়ে ধরি, বলনারে প্রাণ —
 কি হবে আমার কাল ?
 কাঁদিরাছি ডের, পারিনা যে আর,
 নিকটে দাঁড়িয়ে কাল ।
 আজ আছি আমি, কাল যাব কোথা,
 পার কি বলিতে কেহ ?
 আজ মাতৃ বঙ্ক, আনন্দেতে হাসি,
 কাল কি থাকিবে দেহ ?
 উম্মার আলোক, রবির কিরণ,
 চাঁদের স্নেহনা হাসি ।
 ভালবাসা দিয়ে, ভালবাসা নিয়ে,
 টালে আজ সুখরাশি ।
 কাল কিবা হবে ? পারিবে কি কেহ,
 বলিতে আমার হয়ে ?
 না না, পারিবে না, তাই কাঁদি আমি,
 বসিয়ে দক্ষ হৃদয়ে ॥ (৮৩)

কেনরে নিদ্রায় ।

কেনরে নিদ্রায় ? জাগিয়ে আবার,
 গাও একতানে, মনরে আমার ।

গাও উচ্চস্বরে, মাতায়ে ভুবন,

গাওরে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ঈশ্বরে।

গাও রবি, শশী; নক্ষত্র মণ্ডল,

গাও গিরিনদী গাও সিন্ধু জল,

গাও তরুরাজি, বন উপবন,

গাও সনে মিলে, আজি সমস্তরে।

গাওরে জলদ, নভবাসী সবে,

গাও বজ্র আজি, সুগভীর রবে,

অনল, অনিল, গাওরে সকল,

ভুবন বাকবে, কৃতজ্ঞ অন্তরে।

গগনে উঠিয়া বিহঙ্গম গ্রাম,

গাওরে ব্রহ্মের, মধুমাধা নাম,

কুসুম কুটুণ, গাও অবিরাম,

চিদম্বন সেই, ব্রহ্মপরাংপরে।

ওরে মূঢ় মন ! কিকর বসিয়া,

জীবন প্রবাহ যেতেছে চলিয়া,

সাধিতে স্বকার্য্য হও অগ্রসর,

ভাকনায়ে তাঁরে, বসি বৃদ্ধকরে। (৮৭)

আশালতা ।

আশালতা মোর, মনবৃক্ষ প'রে,
 নাচিয়া নাচিয়া হাসিয়া উঠে ।
 হৃদয় কাননে, আশালতিকার,
 নূতন নূতন কুসুম ফুটে ॥
 কত মধুকর, আশে পাশে তার,
 খেলায় কোঁতুকে মধুর আশে ।
 নিরাশার জালা, উঠেনা অন্তরে,
 ভুলে যায় দুঃখ, সুখ উচ্ছ্বাসে ॥
 আশাকে লইয়া— কল্পনা কাননে,
 কতনা আমোদে, করি ভ্রমণ ।
 তথাপি মিটেনা, অনন্ত পিপাসা,
 আশার খেলা, এমনি মোহন ॥
 সাজাইয়া ডালা, প্রমোদ উদ্যানে,
 সারানিশিদিন, রয়েছে বসি ।
 একি হলো হায়, গেল যে সকলি,
 শুকায়ে শুকায়ে, পড়িল ধসি ।
 গগনেতে বসি, এই না চাঁদিয়া,
 ঢালিত রক্ত, সুধার ধারা ।

সহসা আসিয়া, গরামিল রাহ,
 হটল হইল, আঁধার কারা ॥
 এট না তটিনী, সাগর উদ্দেশে,
 তীরবেগে যেন, চলিছে ছুটে ।
 দেখনা দেখনা, গিরীর গুহার,
 পড়িল পড়িল, সহসা লুটে ॥
 আশালতা মোর, ভ্রমণ করিয়া,
 উঠিয়া উঠিয়া, আগার পড়ে ।
 অথের স্বপন, যায় যে ভাঙ্গিয়া,
 ভাসিয়া বেড়াই, শোক সাগরে ॥
 এই ছিল যদি, অথের স্বপনে,
 আমোদ উল্লাসে, কতই তোর ।
 বিষাদের ছায়া, কেনরে আসিয়া,
 ভাঙ্গিল সহসা, স্বপন মোর ॥ (৮৮)

রবেকত ?

রবে কত চিন্তারত, মন ভুমি অবিরত ।
 বয়স্কর বাড়ে যত, আয়ুগত হয় তত ॥
 ইতস্তত হের যত, প্রিয় বস্তু নানামত,
 আছি ভুমি অবগত, হবে সব দূর গত ॥

হবে প্রাণ ওষ্ঠাগত, হবে শক্তি অপহত,
 দেখিবেনা চক্ষু পথ, নাহি রবে অভিমত ।
 হও ঈশ্বরে প্রণত, সঙ্গত কর সতত,
 হইবে চিত্ত সংযত, দেখিবে স্বর্গের পথ ॥
 বলিছে ভকত যত, থাকিলে ধ্যানেতে রত,
 চণে যাবে ক্রমাগত, হবে পূর্ণ মনোরথ ।
 ভূতে ভূত পরিণত, হতেছে প্রতিনিয়ত,
 কর পূজা পার যত, হবে স্বর্গ এ জগত ॥ (৮৯)

প্রকৃতি পুরুষ ।

কিবা চমৎকার, নীলা বিধাতার ।
 নাজানি তাঁহার, কিরূপ আকার,
 প্রকৃতি পুরুষ কি করি বিচার ॥
 তত্ত্ব জ্ঞান রবি হইলে উদয়,
 হেরিবে নয়নে বিশ্ব ব্রহ্মময়,
 জানিবে বিধান, প্রমাণ সন্ধান,
 প্রকৃতি পুরুষ বিভূতি তাঁহার ।
 প্রকৃতি পুরুষ এক নেহ প্রাণ,
 পূর্ণ বিধাতার পূর্ণত্ব বিধান,

দেখকি সুন্দর, অই নারী নর,
করিছে কেমন, পূর্ণত্ব প্রচার ।

না থাকিলে সঙ্গে মায়াময়ী শক্তি,
করিত কি কেহ শিবে পূজা ভক্তি,
মদন মথন, ত্রিপুর দাহন,

হতো কি কখন—সুখমা বিস্তার ।
না থাকিলে সঙ্গে জনকনন্দিণী,
থাকিত কমলা লঙ্কাতে বন্ধিণী,
করিত কি রাম, ভীষণ সংগ্রাম,

সমুদ্র বন্ধন, রাবণ সংহার ।
না থাকিলে সঙ্গে, ব্রজেশ্বরী রাই,
থাকিত অপূর্ণ গোকূলে কানাই,
কেবা কুঞ্জে কুঞ্জে, দিত পুঞ্জে পুঞ্জে,

তালিয়া মাধুরী আগোদ আসার ।
প্রকৃতি পুরুষ না হইলে মিলন,
হয়না মোহিত বিশ্বে কারু মন,
তাইতো দীপ্তর, সেজেছে সুন্দর,
প্রকৃতি পুরুষ নহে তুলনার । (৯০)

শৈশবের খেলা ।

শৈশবের খেলা,— মরি কি মোহন,

বিশ্ব বিধাতার অপূর্ণ স্বজন,

মাধুরী মাথিয়া,— শৈশবে গঠিয়া,

দিয়েছে পাঠ্যে বিধাতা যেমন ।

নাহিক শৈশবে—ইঞ্জিয় বিকার,

রিপুর পীড়ন, গর্ব অহঙ্কার,

গালভরা হাসি, ভাষে দিবানিশি—

নিভাস্থে করে, জীবন বাপন।

নাহিক শৈশবে—বিস্ময় বাসনা,

অনন্ত পিপাসা, অনন্ত কামনা,

করিয়া নির্ভর, মায়ের উপর,

সুখী, তৃপ্তা যত করে নিবারণ ।

নাহিক শৈশবে—শেষের ভাবনা,

মানবের ভয়, অস্তিত্ব যাতনা,

হাসি কান্না যত, আছে অবিরত,—

জনকে জ্ঞাপন ভোজন শয়ন ।

শিশুর সুন্দর সরল আচার,

হাসায় মানবে মজার সংসার,

ভেমনি সরল, হৃদয় কমল,

পাব কি আবার বিশ্বেতে কখন । (৯১)

এইত শ্মশানে করিব গমন ।

এইত শ্মশানে, করিব গমন ।

হইবে যখন, এ দেহ পতন,

এইত শ্মশানে করিব শয়ন ।

এইত শ্মশানে,— জনক আমার,

প্রাণের প্রতিমা, কুমারী, কুমার,

পিতৃব্য সোদর, আত্মীয় নিকর,

বান্ধব সকল ক'রেছে শয়ন ।

এইত শ্মশানে— শতসিদ্ধনর,

গৌরাজ, নানক, গৌতম, শঙ্কর,

মহম্মদ, গিণ্ড, ছাদি, ফরিশত,

শ্রীরাম মোহন ক'রেছে শয়ন ॥

এইত শ্মশানে— কবি কালিদাস,

বাল্মীকি, মিল্টন, নিউটন, ব্যাস,

প্রসাদ হোমর, ভারত, জৈশ্বর.

শ্রীমধুসূদন, ক'রেছে শয়ন ।

এইত শাশানে—শত শত বীর,

কর্ণ জুঘোখন—পার্থ যুধিষ্ঠির,

সাহা সেকেন্দর, সের আকবর,

বলী বোনাপার্ট ক'রেছে শয়ন ।

এইত শাশানে—কইবে আমার,

একদিন হায়, শয্যা চমৎকার,

চিন্তা কেন আর, শাশান শয্যার,

ধাকিতে সময় কর আয়োজন ॥ (৯২)

পরমাত্মা তিনি ।

দোয় বটে যিনি, পরমাত্মা তিনি,

তঁাচারি সমস্ত দান ।

তঁাচারি সৃজন, আনন্দ কানন,

তঁারি হাতে পরিত্রাণ ।

করি এক জ্ঞান, কর যদি ধ্যান,

প্রেমামৃত রস পান ।

তবে পাবে দান, আরোগ্য কল্যাণ,

সুন্দর সুন্দর স্থান ।

রবেনা যাতনা, মনের বেদনা,

ঘুচিবে সমস্ত ভ্রম ।

গাইবে নাচিয়া, হাসিয়া হাসিয়া,
শান্তি শান্তি হরি ওম ॥ (৯৩)

রুশের রোদন ।

গেল মৈকারফ, সখারফ শয্যাগত,
হইল কেলার হত । হতেছে অজস্র
হার, মাঝভূমে । ফগির ফনাতে উঠি
নাচিল মণ্ডুক । হইল শৃগালীকান্ত
মুগেন্দ্রের মৃত্যুনাথ ! অশনি পড়িল
শিরে ; ভাঙ্গিল সহসা মম, সমুন্নত
সম্মান সৌধ শিখর । কিমতে দেখান
মুখ ! তাহে নিহিলিষ্ট জ্বালা, মনেলয়—
কে'টি ফেলিগ্রীবা—অথবা সবাই বক্ষে
স্বহস্তে সজ্জীন । কি, ভরসা, রবে মম—
মুকুডেন, লেয়ং, আর্থার ; কুরুপ্যাটকিন,
ষ্টুশেল ? নর বানর হস্তে হয়েছিল
ঋংস, রুক্ষপতি বধা—ভেমতি হলোকি
হস্তারক হায়, নগণ্য জাপ মার্জ্জার ? (৯৪)

অনুতাপ ।

অনুতাপ ? অনুতাপ ? বড় অনুতাপ ?
 পারিণা পারিণা আমি সহিতে দাহন ।
 দেবতা গড়াতে আমি গ'ড়েছি পিচাশ ।
 মানুষ গড়াতে আমি গ'ড়েছি বানর ।
 প্রানাদ গড়াতে আমি গ'ড়েছি উনান ।
 কোকিল গড়াতে আমি গ'ড়েছি পৌঁচক ।
 উদ্যান গড়াতে আমি গ'ড়েছি অরণ্য ।
 ত্রিদিব গড়াতে আমি গ'ড়েছি রৌরব ।
 অমৃত তুলিতে আমি তু'লেছি গরল ।
 হীরক তুলিতে আমি তু'লেছি অঙ্গার ।
 কশ্মীর তুলিতে আমি ল'ভেছি বন্ধন ।
 ধর্মের তুলিতে আমি হ'য়েছি পতন ।
 যেখানে দাঁড়াই আমি সেখানেই জালা ।
 যাবেনা যন্ত্রনা হার, না হলে মরণ । (৯৫)

বিচিত্রতা ।

দেখরে দেখরে আশঙ্ক অন্তর,
 বিচিত্রতাময় বিশ্ব চরাচর ।

অনন্ত কৌশল, অনন্ত গঙ্গল,
 দেখিছে নাচিছে আনন্দ অন্তর ।
 বিচিত্র রচনা বিচিত্র দর্শন,
 বিচিত্র ভূগন বিচিত্র গগন,
 কুসুমের মাঝে, কুসুমের খেলা,
 মুখপদ্মে অট, আঁখি ইন্দীবর ।
 নীচের অন্তরে মহতের সীমা,
 দীনের হৃদয়ে ধনীর গরিমা,
 অনিত্যের মাঝে নিত্যের বিকাশ,
 মৃত্যুর মাঝারে, অমৃত সুন্দর ।
 ক্রন্দনের মাঝে, হাসির সঞ্চার,
 নীরবে নিস্তব্ধ ছাড়িছে হৃদয়,
 দেয় স্থির আঁখি, বিশ্বের সংবাদ,
 অজ্ঞকারে শোভে, জ্যোতি মনোহর ।
 আনিছে বিপদ, আনন্দের হাসি,
 দিতেছে চৈতন্য, জড় ভালবাসি,
 স্বজনের মাঝে, রাজিছে সংহার,
 উত্তাপ শীতল, বন্ধু পরস্পর ।
 সূক্ষ্মের ভিতরে খেলিছে বিরাট,
 কদম্ব মাঝারে, সৌন্দর্যের হাট,

অনলের মাঝে, সলিলের স্রষ্টি,

বিদ্যাতের খেলা, জলে নিরন্তর । (৯৬)

বুদ্ধ-বচন ।

আরোগ্য পরম লাক্ষ, সন্তোষ পরম ধন,

বিশ্বাস পরম বন্ধু, নির্দ্বন্দ্ব শাস্তি ভবন । (১)

রাগ সম অগ্নি নাহি, হিংসা সম পাপ নাহি

দেহ সম দুঃখ নাহি, শাস্তি সম শ্রুপ নাহি । (২)

নির্দ্বন্দ্ব পরম স্বথ, আছে নাকি জ্ঞাত যিনি,

নাহি তার হিংসা বাদি—শাস্তি পায় সদা তিনি । (৩)

সত্তত পাপ বর্জন, নিত্য কুশল অর্জন,

সম্যক চিন্তা শোধন, এ ধর্ম অনুশাসন ।

করিলে প্রতিপালন, তইবে দুঃখ দমন,

আসিবে না আসিবে না, মন্থমন্ত বারণ । (৪)

জন্ম জন্মান্তরে পথে, পাইনি ফিরে সন্ধান,

কোথা সে গোপন আছে, যার এ গৃহ নির্মাণ ?

পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে, পেয়েছি দেখা এ বার,

দিবনা রচিত গৃহ, গৃহ কারক আবার,

ভেঙ্গেছি সমস্ত স্তম্ভ, গৃহ ভিত্তি সমুদয়,

গিয়েছে বন্ধ সংসার, বাসনা ক'রেছি নয় । (৫)

অনিষ্টের ব্যক্তি দীর্ঘ, শ্রান্তের দীর্ঘ যোজন,
পাষাণ্ড অস্ত্রের দীর্ঘ, দুর্লভ নব জীবন,
নিজকে যে জানে অন্ধ, সেই ত জ্ঞানী প্রধান,
অসম্মত অজ্ঞান সেই, অভিমানী যে বিদ্বান। (৬)

ভ্রমণ পথের সঙ্গী, প্রাণীণ কিবা সমান,
 না পেলে একাকী যাবে, লবেনা কভু অফ্রান,
 যে কর্মের ফল নাকি, অস্তিত্বমতে অনুতাপ,
 করোনা কদাচ তাহা, সেইত প্রকৃত পাপ। (৭)

শ্রেয় আর প্রেয় থেলে মানবে লইয়া
 বুদ্ধিমান চিনেচর পিচার করিয়া ॥
 করিলে শ্রেয়গ্রহণ, হয় অর্গবাস,
 করিলে প্রেয় বরণ, ঘটে সর্বনাশ । (৯৭)

विज्ञान हृदय ।

নিভান জদয়, কুল প্রভাময়,
সুবঞ্জিত চিত্র চারু দরশন ।
প্রকৃতির কৃতি, সুশোভন অতি,
বিজ্ঞানের নিভা নয়ন রঞ্জন ॥
বালাক প্রণীত, জানী অক্ষাতীন,
হেরিয়ে নয়নে সজ্জিত সুন্দর ।

বিজ্ঞানের দিভা, উজ্জ্বল প্রতিভা,
 ধায় দ্রুত পদে প্রফুল্ল অন্তর ॥
 বিষয় বাসনা, প্রাণয় কামনা,
 নাহি চায় কেহ, বিজ্ঞানে মাতিয়া ।
 এ মহী মণ্ডলে, এ হেন কোশলে,
 নাহি পারে কেহ, লইতে ডাকিয়া ॥
 নানা প্রলোভন, মানবে যেমন,
 আশার আশায় নিয়ত ঘুরায় ।
 অথবা সকল, করিয়া আকুল,
 অনায়াসে যথা ভ্রমরে নাচায় ॥
 বিজ্ঞান হৃদয়, নিভা শোভাময়,
 মধুর মধুর মাধুরী অপার ।
 সনাকার মন, করে আকর্ষণ,
 অলঙ্কিতে যেন কি কন বাহার ॥
 দেখাতে সকলে, অপূর্ণ কোশলে,
 প্রকৃতি সুন্দরী বসে/ছ মাঝিয়া ।
 নগরে নগরে, পাহাড়ে সাগরে,
 অতুল শোভায় ভুবন ভরিয়া ॥
 অণু পরমাণু, পতঙ্গ কীটাপু,
 চন্দ্র, সূর্য্য আদি গ্রহ তারাগণ ।

ক্ষত ইরশ্বদ, ধাতু অষ্টাপদ,
 তরুলতাবন, অপূর্ব দর্শন ॥
 ভূচর খেচর— মানুষ বানর,
 পশু পক্ষী আদি প্রাণী বহুতর ।
 আনন্দে মাতিয়া, নাচিয়া নাচিয়া,
 বিজ্ঞান হৃদয়ে খেলে নিরন্তর ॥
 প্রস্তুতিত ফুলে, কিংবা তরু মূলে,
 ফলের সহিত সকলে মিলিয়া ।
 পল্লব কুট্টল, অতি নিরমল,
 স্নেহে স্নেহে আঁহা রয়েছে সাজিয়া ॥
 এ নহে কল্পনা, প্রকৃত ঘটনা,
 নয়ন ভরিয়া, সদা দেখা যায় ।
 ভীর্ণ পর্য্যটনে, ব্রত পরায়ণে,
 গিলেনা এ শান্তি, কদাচ ধরায় ॥
 জ্ঞানের তঞ্চায়, সকলেই ধায়,
 জীবিত যতেক মানব এ ভবে ।
 নাহি অগ্রভাব বিষয় প্রভাব,
 বিজ্ঞানে মাতিয়া ধায় উচ্চরবে ॥
 পুনর্জিত মনে, প্রগাঢ় যতনে,
 প্রকৃতি মথনে পাইছে সবাঁই ।

করে দরশন, শক্তি যেমন,
 প্রকৃতি হৃদয় মনোহর ঠাই ॥
 জ্যোতিষ গণিত, বিদ্যার সহিত,
 বসিয়া বিরলে বিজ্ঞান হৃদয়ে ।
 খুঁজিয়া খুঁজিয়া, নয়ন ভরিয়া,
 দেখে সমুদয় উৎসাহ উদয়ে ॥
 আশ্চর্য্য গঠন, দূর-দরশন,
 অণুবীক্ষণাদি কারু চমৎকার ।
 জন্মান, প্রসিয়া, তল্লাস করিয়া,
 নতন নতন করে আবিষ্কার ॥
 শির বিমণ্ডিত, ভারত পণ্ডিত,
 ঘরেতে বসিয়া করে হাহাকার ।
 ঠিকুজী গণিয়া, কর ঘুরাইয়া,
 বাস্তব নিরন্তর আর্ঘ্যের কুয়ার ।
 বিজ্ঞান হৃদয়ে, গুণী জ্ঞানী চরে,
 কত মতে করে কত আবিষ্কার ।
 জ্ঞানের প্রভাবে, স্বভাবে স্বভাবে,
 চারু চমৎকার হেরে অনিবার ।
 কেহরা সাগরে, কেহবা পাহাড়ে,
 কাননে বিপিনে কেহ হৃদে পাশে ।

উড়ি বায়ুভরে, উঠিয়া উপরে,
 গ্রহপথ কেহ খুঁজিছে আকাশে ।
 ভূধর কন্দর, অবনী জঠর,
 অতল জলদি অলক্ষ্য গগন ॥
 তারায় তারায়, আলোক রেখায়,
 আর কত কিছু নাহি নিরূপণ ।
 অনল তুফানে, বাষ্পীয় বিমানে,
 দিবাকর দীপ্তি তেজ বিকীরণ ।
 চাঁদের ভিতর পাহাড় গহ্বর,
 ধ্রুপ সিঙ্গা আদি ধূমকেতুগণ ।
 রবি ভৃগু যোগ, করে একযোগ,
 চড়িয়া সুন্দর বিজ্ঞানের রথে ।
 বিদ্বষ নিকর, করিছে প্রশ্নর,
 প্রকৃতির কৃতি ঘাটে মাঠে পথে ।
 কি কব কাহাকে, বিধির বিপাকে,
 আজিও ভারত খেলিছে পুতুল ।
 মেনিয়ে নমন, করে না দর্শন,
 বিজ্ঞানের বিভা কেনন অতুল ! (১৮)

আধ্যাত্মিক রাজ্য ।

একদা নিশিথে, ভাবিতে ভাবিতে,

শয়ন কণ্টক, হইল উদয়,

ভাবিয়া চিন্তিয়া, চিন্তাকে হইয়া,

করিলাম সুখে বাহিরে গমন ।

কণ্টকী তরুর তলাতে থাইয়া,

বসিলাম সুখে আসন গাইয়া,

কামি আশ্রয়ান, অমৃত সমান,

আরহিল কণা মজাইয়া মন ।

আধ্যাত্মিক রাজ্য মানস মোহন,

পরম পবিত্র পুণ্যের সদন,

সে রাজ্যেতে রাজা আসিয়া মহারাজ,

বিরাজে সতত হিরণ্য আসনে ।

অথও অনন্ত প্রতাপ তাহার,

অপূর্ক লাসন নাহি ব্যভিচার,

শঠতা চাতুরী কুটিলতা কাল,

প্রমাদ গণিয়া রত পলায়নে ।

আপনি সম্রাট করেন বিচার,

নাহি পক্ষপাত নাহি অবিচার,

ভারতী-জীবিকা-জীবের আদর,
 নাহিক তথায় মরি কি সুন্দর ।
 আধ্যাত্মিক রাজ্যে জীব যুবরাজ,
 প্রবৃত্তির সঙ্গে করিছে বিরাজ,
 বিশ্বাসী বিবেক বুদ্ধ মজ্জীবর,
 সম্রাটের ভক্ত প্রিয়অনুচর ।
 আদেশ প্রকাশ কার্য্যটা তাঁহার,
 করিছে সতত না করি বিচার,
 করেনা করেনা বিবেক কখন,
 অসত্য প্রকাশ সত্যের গোপন ।
 মন সম্পাদক করে সম্পাদন,
 শক্তির সহিত তইয়া মিলন,
 কার্য্য সমুদয়, নাহিক বিরাম ;
 কর্তব্য কুশল মন বিচক্ষণ ।
 জ্ঞান বিবেচনা করে দরশন,
 হতেছে কোথার কি কার্য্য ভেগন,
 একাগ্রতা তার সঙ্গে সঙ্গে থাকি
 করে সমুদয় কার্য্য অনুষ্ঠান ।
 সেনাপতি দৈৰ্ঘ্য বিক্রমে গভীর,
 বিজোহ বিবাদে হয়না অস্থির,

নাহি ভয় ক্লেশ, নাহি পরিতাপ,
 ত্রমেণ করেনা কুদণ্ড সন্ধান ।
 শম দম দক্ষ প্রহরী যুগল,
 দিতেছে সতত পাহাড়া কেবল,
 নিষ্ঠারতি পোষ, শান্তির সহিত,
 গাইছে সঙ্গীত ললিত মোহন ।
 নাহিক তথায় রোগ, তাপ, ভয়,
 পরাভূত কাল-কিঙ্কর-নিচয়,
 ক্রমা, উদ্দীপনা, উৎসাহ, সাহস,
 বাৎসল্য, মমতা, করে বিচরণ ।
 তণায় আনন্দ, অনন্ত, বিজ্ঞান,
 মধুর অনৃত, শাস্ত-শুদ্ধ-প্রাণ,
 বিশ্বাস, বৈরাগ্য দিনয়, চৈতন্য,
 বিহরে সন্তোষ, যেন চিত্তচর ।
 তথায় সরলা, মুক্তি, চিন্তা, আশা,
 ভক্তি, বিদ্যা, শান্তি, প্রীতি, ভালবাসা,
 একাগ্রতা সতী, ইচ্ছা বুদ্ধিমতী,
 ধৃতির সহিত খেলে নিরন্তর ।

পার্থিব জগতে পার্থিব ব্যাপার,
হাতে হাতে নাকি হয় যে প্রকার,
সে রূপ সে রাজ্যে প্রবৃত্তি সকল,

কর্য সমুদয়, করে সম্পাদন ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মৎসরতা,
মোহ আদি ছয় রিপুর দীনতা,
সতত সে রাজ্যে, নহেত কল্পনা,

দেখনা সূজন মেলিয়া নয়ন ।

সেইত অপূর্ব রাজ্য শোভাকর,
পারেনা দেখিতে চঞ্চল অন্তর,
নারদ শঙ্কর, শাক্য সনাতন,

দেখিত সে রাজ্য, মুদিয়া নয়ন ।

আমরা তাদের দীন বংশধর,
বেড়াতেছি ঘুরি, বিশ্বচরাচর,
কিমতে দেখিব, আধ্যাত্মিক রাজ্য,

চঞ্চল বিক্লিপ্ত সদা প্রাণ মন ।

চিন্তা সহচরী কহিল তখন,

চল যাই গেছে, হৃদয় রতন,

দেখিব উভয়ে, হৃদয়ে হৃদয়ে.

আধ্যাত্মিক রাজ্য শোভার সদন ।

আত্ম জ্ঞান তায়, দিল আসি সায়,

চলিলাম তিনে গেহে পুনরায়,

তখনি তখনি, হল মহাবাগী.

* দেখিবে সে রাজ্য হলে মহাজন ।

হইল শিরেতে যেন বজ্রাঘাত,

মস্তকেতে দিয়া দুইখানি ভাত,

বসিলাম পুনঃ সেইত আসনে,

আসিল সন্তস্নাহঃখের ক্রন্দন ।

আসিয়া সান্ত্বনা তখনি তখন,

কহিল কোতুকে প্রবোধ বচন,

করয়ে করয়ে সাহসে নির্ভর,

হবে একদিন, সে রাজ্য দর্শন । (৯৯)

পূর্ণ মানব ।

পূর্ণ মানবের, চিত্র চমৎকার ,
 দেখরে দেখরে, নমন আমার ;
 অখণ্ড ঐশ্বর্য, পরম পণ্ডিত,

পূর্ণ মানবের, পূর্ণ ব্যবহার ।
 পূর্ণ প্রেমানন্দে হারাইয়ে জ্ঞান,
 পূর্ণ পরমেশে সদা করে ধ্যান,
 প্রাণের ভিতর, দেখিয়া ঈশ্বর,

হাসে নাচে কত, মাতারে সংসার
 অজ্ঞাতে, ঈশ্বরে, করিয়াছে এক,
 জাগিয়াছে তার বিশ্বাস বিবেক,
 নাহিক তাহার আত্ম পর আর,

সকলি সুহৃদ প্রীতির আধার ।
 করেছে সেজন, বিভূর চরণে,
 আত্মসমর্পণ, পুলকিত মনে,

নাই অহঙ্কার, জাতির বিচার,

ব্রহ্মতত্ত্ব করে, পুলকে প্রচার ।

হয়েছে সতর্ক সাবধান অতি,

দিয়াছে প্রেমিক, প্রিয় কার্যে মতি,

শাস্ত্রের উপরে, প্রশান্ত অঙ্গরে,

করিছে নিশ্চান, গৃহ আপনার ।

অপূর্ণ মানন, সে গৃহে বসিয়া,

লভিছে পূর্ণত্ব, হাসিয়া নাচিয়া,

করি উপাসনা, ব্যাকুল প্রার্থনা,

লভিছে নির্ঝাণ, আরাম অপার ।

সাগোত্র্য সাযোজ্য, সামীপ্যে তাহার,

নাই অভিরুচি আশার সঞ্চার,

পেয়েছে নির্ঝাণ, হৃৎ হীন প্রাণ,

স্বর্গীয় শাস্তির, সুধার আসার ।

একদিন যথা মহর্ষি গোতম,

পেয়েছিল শাস্তি নির্ঝাণ উত্তম,

চাও যদি প্রাণ, সে মহা নির্ঝাণ,

কররে সাধনা, হবে ভবপার,

বলেছিল যথা যীশু একদিন,
পিতা, পুত্র, এক, ভক্ত নহে দীন,
অঙ্গ আভরণ, কর সৰ্ব্বক্ষণ,

ক্ষমা, প্রেম দয়া, পাবে উপকার,
নলেছিল যথা চৈতন্য নানক,
হইয়ে পাগল, ভক্ত প্রচারক,
ক্ৰটি হ'ক নামে, যাবে স্বর্গধামে,

জীবে কর দয়া, খোলা স্বর্গ দ্বার,
এ হেন পূর্ণত্ব লভিতে কখন,
পারিবে কি মম, গায়া যুক্ত মন,
সাহস করিয়া, দেখনা উঠিয়া,

যাইতে চাহিলে ভবসিদ্ধি পার ।
তোমাতে ব্রহ্মেতে সম্বন্ধ মধুর,
অপূর্ণ থাকিয়া, রাখিওনা দূর,
লও পূর্ণ জ্ঞান, হও পূর্ণ প্রাণ,

কর পূর্ণ ধ্যান, পাইবে নিস্তার ।
পূর্ণ ঈশ্বরের দেখ পূর্ণ খেলা,
পূর্ণ ভাবে তাঁর, হয়ে পূর্ণ চেলা,

অপূর্ণতা যত, কর পূর্ণ হত,

গাও পূর্ণ ভাবে, প্রণব ওকার ।

আনিবে পূর্ণত্ব, প্রণব ওকার,

রবেনা রবেনা, ভাবনা তোমার,

একত্ব লভিয়া, যাইবে মিশিয়া,

নাহি রূপে ধ্বনি আমার আমার । (১০০)

নিবেদন ।

নিবেদন, নিত্যদন, দরশন দাও হে ।

নাহি জ্ঞান, চাহি ত্রাণ, ভক্ত প্রাণ চাও হে ॥

কর ভূত, অভিভূত, ভুমিপূত স্বামী হে ।

চাহিনাশ, অবিনাশ, ভাবী-আশ আমি হে ॥

বলদান, ক্রিয়মান, বর্ত্তমান কাল হে ।

দেহ প্রাণ, হিতজ্ঞান, অনুষ্ঠান ভাল হে ॥

কার্যকাল, অজগাল, কালকাল অতি হে ।

চিদঘন, প্রাণমন, আকিঞ্চন গতি হে ॥

করি নাশ, অষ্টপাশ, চির দাস কর হে ।
 অবিশ্রান্ত, বিয়োগান্ত, দীনকান্ত হর হে ॥
 বিঘ্নহর, বিশ্বেশ্বর, চিত্তচর ধন হে ।
 দেখ নত, ভূমিগত, অনুগত জন হে ॥
 প্রাণিপাত, কৃপা নাথ, দৃষ্টিপাত, চাই হে ।
 আমি অতি, মূঢ় মতি, নির্ভারতি নাই হে ॥ (১০১)



1

1

